

এইচ এস সি অর্থনীতি

অধ্যায়-১০: মুদ্রা ও ব্যাংক

প্রশ্ন ১ 'X' নামক দেশটি বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর লাগামহীন ঋণ প্রদান কার্যক্রমের সম্প্রসারণের ফলে সাম্প্রতিককালে দ্রব্যমূল্যের ওপর বিশেষ প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। ফলশ্রুতিতে দেশটির কেন্দ্রীয় ব্যাংক খোলাবাজার নীতি ও ব্যাংক হার পরিবর্তনের নীতি গ্রহণ করে।

[জা. বো., দি. বো., সি. বো., ঘ. বো. '১৮' প্রশ্ন নং ১০]

- মুদ্রার চাহিদা কাকে বলে? ১
- অন্যান্য অবস্থা অপরিবর্তিত অবস্থায় অর্থের মূল্য হ্রাস পেলে দ্রব্যমূল্যের কীরূপ পরিবর্তন হবে? ব্যাখ্যা করো। ২
- X দেশটিতে মুদ্রাস্ফীতি সৃষ্টির পিছনে বাণিজ্যিক ব্যাংকই দায়ী— ব্যাখ্যা করো। ৩
- উক্ত পরিস্থিতি মোকাবিলায় কেন্দ্রীয় ব্যাংকের গৃহীত নীতি দুটি কীভাবে কার্যকরী হবে বিশ্লেষণ করো। ৪

১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক একটি নির্দিষ্ট সময়ে দেশের জনগণ বিভিন্ন প্রয়োজনে যে পরিমাণ নগদ মুদ্রা হাতে ধরে রাখতে চায়, তাকে মুদ্রার চাহিদা বলে।

খ অন্যান্য অবস্থা অপরিবর্তিত অবস্থায় অর্থের মূল্য হ্রাস পেলে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পাবে।

সাধারণত, অন্যান্য অবস্থা স্থির রেখে অর্থের মূল্য হ্রাস করা হলে অর্থের যোগান বৃদ্ধি পায় এবং অর্থের যোগান বৃদ্ধি পেলে দ্রব্যসামগ্রীর দামস্তর বৃদ্ধি পায়। অর্থাৎ, অর্থের মূল্য অর্ধেক করা হলে অর্থের যোগান দ্বিগুণ হবে। আর, অর্থের যোগান ও দ্রব্যসামগ্রীর দামস্তরও দ্বিগুণ হবে। কাজেই বলা যায়, অর্থের মূল্য ও দ্রব্যমূল্যের মধ্যে বিপরীত সম্পর্ক বিদ্যমান। তাই অর্থের মূল্য হ্রাস পেলে দামস্তর বাড়বে।

গ 'X' দেশটিতে মুদ্রাস্ফীতি সৃষ্টির পিছনে বাণিজ্যিক ব্যাংকই দায়ী। এই বিষয়টি নিচে ব্যাখ্যা করা হলো।

ফিশারের বিনিময় সমীকরণ হতে জানা যায়, অর্থের যোগানের সাথে দ্রব্যসামগ্রীর দামস্তর সমমুখী সম্পর্কযুক্ত। অর্থাৎ, অর্থের যোগান বাড়লে দামস্তর বাড়বে। যেখানে, অর্থের যোগান হলো প্রচলিত নোট ও ধাতব মুদ্রা এবং ব্যাংক সৃষ্ট মুদ্রা যেমন— চেক, বিনিময় বিল, ঋণপত্র ইত্যাদির সমষ্টি।

উদ্দীপকে লক্ষ করা যায়, 'X' দেশটিতে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো লাগামহীন ঋণ প্রদান কার্যক্রম সম্প্রসারণ করেছে। অর্থাৎ, দেশটিতে ব্যাংক সৃষ্ট মুদ্রা তথা ব্যাংক ঋণ এর পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে। এর ফলশ্রুতিতে দেশটির মুদ্রার মোট যোগান বৃদ্ধি পাওয়ায় দ্রব্যসামগ্রীর দামস্তর বৃদ্ধি পেয়েছে। তথা মুদ্রাস্ফীতি দেখা দিয়েছে। সুতরাং বলা যায়, বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর লাগামহীন ঋণ প্রদান কার্যক্রমের ফলে 'X' দেশটিতে মুদ্রাস্ফীতি সৃষ্টি হয়েছে।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত 'X' দেশটির মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের খোলা বাজার নীতি ও ব্যাংক হার পরিবর্তনের নীতি গ্রহণ করলে মুদ্রাস্ফীতি হ্রাস পাবে।

কোনো দেশের স্থিতিশীল অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য মুদ্রার যোগান নিয়ন্ত্রণ আবশ্যিক। তাই, মুদ্রাস্ফীতির মতো পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংক খোলা বাজার নীতি ও ব্যাংক হার পরিবর্তন নীতি অনুসরণ করে বাণিজ্যিক ব্যাংকের ঋণ প্রদান ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।

বাণিজ্যিক ব্যাংক কর্তৃক সৃষ্ট ঋণ মুদ্রা যোগানের অন্যতম অংশ হওয়ায় ব্যাংক হার বাড়ানো হলে, 'X' দেশটিতে অর্থের যোগান হ্রাস পাবে। ফলশ্রুতিতে দামস্তর হ্রাস পাবে। আবার, খোলা বাজারে সরাসরি ঋণপত্র বিক্রয় করলে ঋণপত্রের ক্রেতারা কেন্দ্রীয় ব্যাংককে তাদের বাণিজ্যিক

ব্যাংকগুলোর চেক কেটে ঋণপত্রের মূল্য পরিশোধ করে। আর কেন্দ্রীয় ব্যাংক এই চেকের অর্থ বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর গচ্ছিত আমানত থেকে আদায় করে। এর ফলে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর ঋণ প্রদানের ক্ষমতা হ্রাস পায়। তথা দেশটিতে অর্থের যোগান হ্রাসের মাধ্যমে দামস্তর হ্রাস পায়।

কাজেই বলা যায় 'X' দেশটির মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের খোলা বাজার ও ব্যাংক হার পরিবর্তন নীতি যথেষ্ট ভূমিকা রাখবে।

প্রশ্ন ২ 'ক' দেশের বিহিত মুদ্রার পরিমাণ (M) = 5000, ব্যাংক সৃষ্ট মুদ্রা (M') = 3000, উভয় প্রকার মুদ্রার প্রচলন গতি (V ও V') = 4, ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য দ্রব্যসামগ্রীর পরিমাণ (T) = 4000। সময়ের পরিবর্তনে 'ক' দেশের বিহিত মুদ্রা ও ব্যাংক সৃষ্ট মুদ্রার যোগান দ্বিগুণ হলো।

[জা. বো., দি. বো., সি. বো., ঘ. বো. '১৮' প্রশ্ন নং ১১]

- বাণিজ্যিক ব্যাংক কাকে বলে? ১
- 'বাংলাদেশ ব্যাংক'কে কেন কেন্দ্রীয় ব্যাংক বলা হয়? ২
- ফিশারের বিনিময় সমীকরণের আলোকে উদ্দীপকে প্রদত্ত তথ্যের ভিত্তিতে দামস্তর (P) নির্ণয় করো। ৩
- উদ্দীপকের আলোকে অর্থের যোগান ও অর্থের মূল্যের বিপরীত সম্পর্ক আরভিং ফিশারের অর্থের পরিমাণ তত্ত্বের ভিত্তিতে বিশ্লেষণ করো। ৪

২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে যে ব্যাংক জনসাধারণের নিকট হতে আমানত গ্রহণ করে এবং স্বল্পমেয়াদি ঋণ প্রদান করে, তাকে বাণিজ্যিক ব্যাংক বলে।

খ কেন্দ্রীয় ব্যাংকের যাবতীয় দায়িত্ব 'বাংলাদেশ ব্যাংক' পালন করায় একে বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক বলা হয়।

কেন্দ্রীয় ব্যাংক হলো এমন একটি ব্যাংক, যেটি দেশের মুদ্রা বাজারের অভিভাবক হিসেবে মুদ্রা ও ব্যাংক ব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করার জন্য সরকার কর্তৃক সর্বোচ্চ ক্ষমতাপ্রাপ্ত হয়। 'বাংলাদেশ ব্যাংক' বাংলাদেশের মুদ্রা বাজারের অভিভাবক এবং এই ব্যাংক মুদ্রা প্রচলন ও নিয়ন্ত্রণের একক ক্ষমতার অধিকারী। তাই, 'বাংলাদেশ ব্যাংক'কে কেন্দ্রীয় ব্যাংক বলা হয়।

গ নিচে ফিশারের বিনিময় সমীকরণের আলোকে প্রদত্ত তথ্যের ভিত্তিতে দামস্তর (P) নির্ণয় করা হলো।

ফিশারের বিনিময় সমীকরণ হতে পাওয়া যায়,

$$MV + M'V' = PT$$

$$\text{বা, } P = \frac{MV + M'V'}{T}$$

এখানে,

M = বিহিত মুদ্রার পরিমাণ

M' = ব্যাংক সৃষ্ট মুদ্রা

V = বিহিত মুদ্রার প্রচলন গতি

V' = ব্যাংক মুদ্রার প্রচলন গতি

T = দ্রব্য ও সেবার ক্রয়-বিক্রয়ের পরিমাণ

উদ্দীপকের প্রদত্ত তথ্যের ভিত্তিতে, M = 5000, M' = 3000, V = 4, V' = 4 এবং T = 4000 হলে

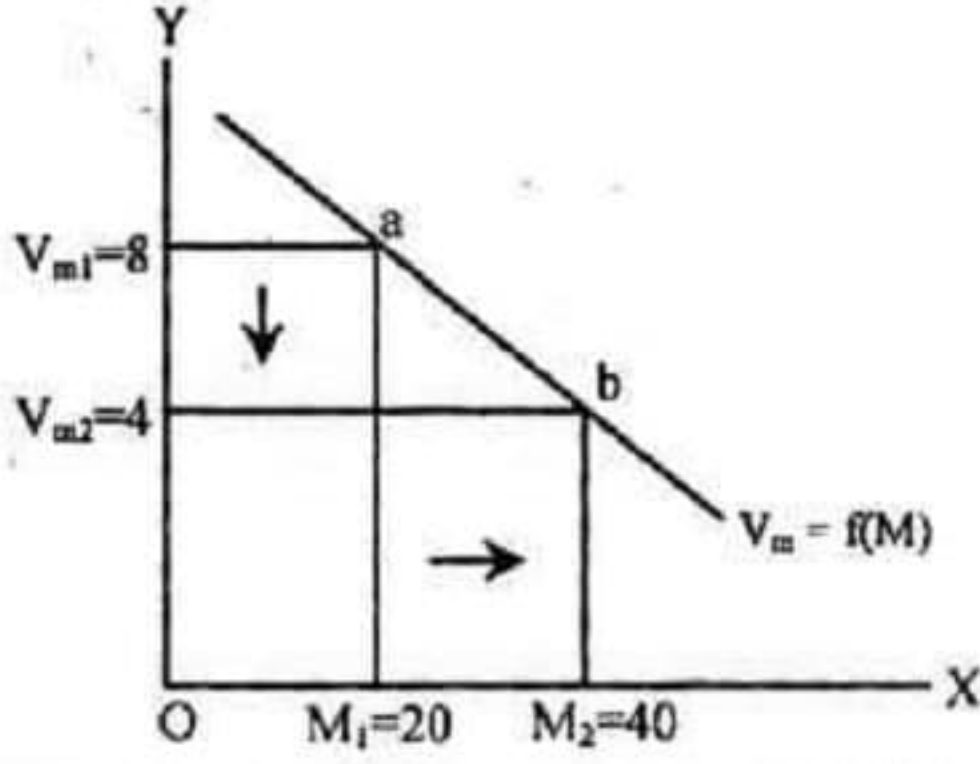
$$\text{দামস্তর (P)} = \frac{5000 \times 4 + 3000 \times 4}{4000}$$

$$= \frac{32000}{4000} = 8$$

অতএব ফিশারের বিনিময় সমীকরণের আলোকে উদ্দীপকের প্রদত্ত তথ্যের আলোকে, নির্ণেয় দামস্তর, P = 8 একক।

ঘ অর্থের যোগান ও অর্থের মূল্যের মধ্যে বিপরীত সম্পর্ক বিদ্যমান। অর্থাৎ, অর্থের যোগান বাড়ানো হলে অর্থের মূল্য হ্রাস পায় এবং অর্থের যোগান কমানো হলে অর্থের মূল্য বৃদ্ধি পায়।

ফিশারের অর্থের পরিমাণ তত্ত্বে বলা হয়, অর্থের প্রচলন গতি ও দ্রব্যসামগ্রী লেনদেনের পরিমাণ স্থির থেকে অর্থের যোগান যে হারে ও যেকোনো পরিবর্তিত হয়, সাধারণ দামস্তরও সেই হারে ও সেই দিকে পরিবর্তিত হয়। তাই অর্থের মূল্যও একই হারে কিন্তু বিপরীত দিকে পরিবর্তিত হয়। অর্থাৎ, অর্থের যোগানের সাথে অর্থের মূল্যের বিপরীত সম্পর্ক পরিলক্ষিত হয়।



চিত্র: অর্থের যোগান ও অর্থের মূল্যের মধ্যকার বিপরীত সম্পর্ক
উপর্যুক্ত চিত্রে লক্ষ করা যায়, অর্থের যোগান M_1 (20 একক) থেকে M_2 (40 একক) হলে অর্থের মূল্য V_{m1} (8 একক) থেকে কমে V_{m2} (4 একক) হয়। অর্থাৎ অর্থের যোগান দ্বিগুণ করা হলে অর্থের মূল্য অর্ধেক হয়।

প্রশ্ন ৩ মি. 'X' একজন অর্থনীতি বিষয়ের প্রভাষক। তিনি শ্রেণিকক্ষে মুদ্রার মূল্য ও দামস্তরের সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে একজন বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ এর বক্তব্য পেশ করেন। বক্তব্যটি হলো, “মুদ্রার ক্রয়ক্ষমতা ও দামস্তর বিপরীতভাবে সম্পর্কযুক্ত।” মুদ্রার পরিমাণ দ্বিগুণ হলে দ্রব্যের দামস্তর দ্বিগুণ হয় কিন্তু মুদ্রার মূল্য অর্ধেক হয়।

(রা. বো., কু. বো., চ. বো., ব. বো. '১৮ প্রশ্ন নং ৯)

- ক. বিহিত মুদ্রা কী? ১
- খ. ব্যাংক হার কীভাবে মুদ্রার যোগানকে প্রভাবিত করে? ২
- গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত বক্তব্যটির সাথে সম্পর্কিত তত্ত্বটি আলোচনা করো। ৩
- ঘ. উদ্দীপক অনুযায়ী মুদ্রার পরিমাণ চারগুণ হলে মুদ্রার মূল্য কত হবে? একটি গাণিতিক উদাহরণের মাধ্যমে বিশ্লেষণ করো। ৪

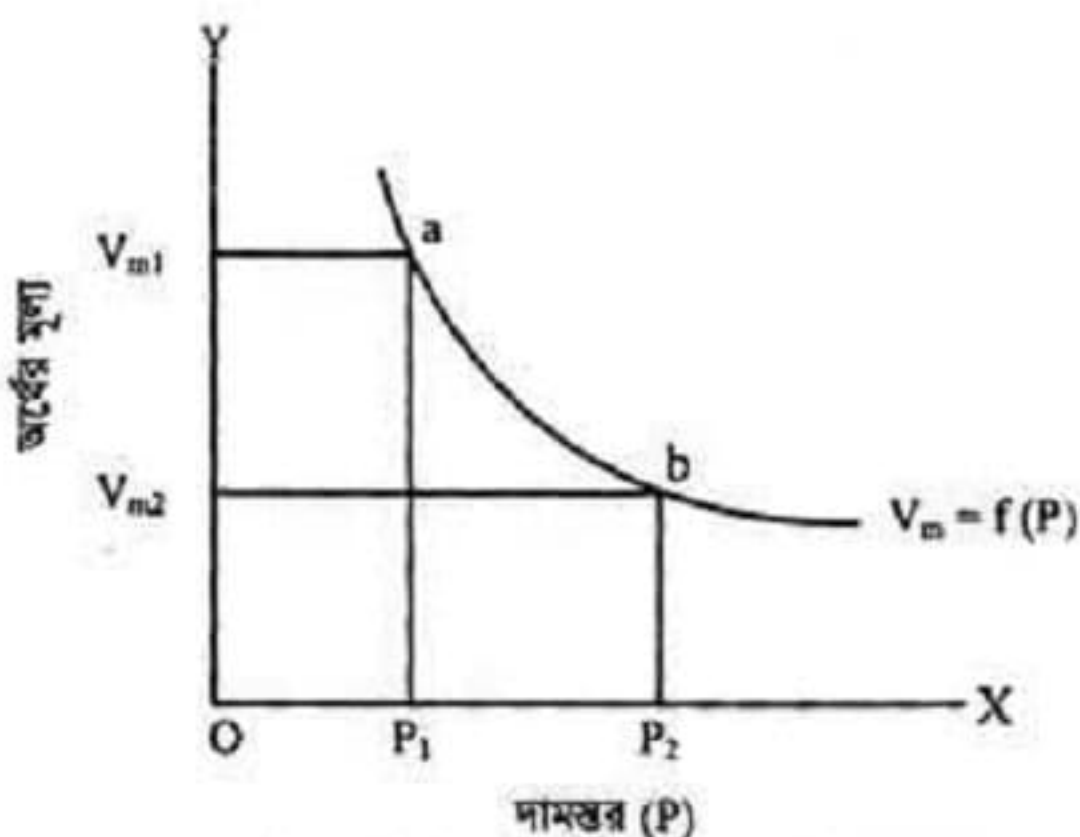
৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে অর্থ সরকারের আইন দ্বারা স্বীকৃত এবং লেনদেনের মাধ্যম হিসেবে সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য তাকে বিহিত মুদ্রা বলে।

খ ব্যাংক হারের পরিবর্তন দ্বারা কেন্দ্রীয় ব্যাংক ঋণের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করে মুদ্রার যোগান নিয়ন্ত্রণ করে।

কেন্দ্রীয় ব্যাংক যখন দেশে মুদ্রার যোগান কমাতে চায় তখন ঋণের পরিমাণ কমানোর জন্য ব্যাংক হার বাড়ায়। এর ফলে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোকে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নিকট থেকে ঋণ নিতে অপেক্ষাকৃত অধিক হারে সুদ দিতে হয় বলে তারা তাদের প্রদেয় ঋণের জন্য সুদহার বাড়ায়। এ অবস্থায় ঋণগ্রহীতারা কম পরিমাণ ঋণ নিলে অর্থের যোগান কমে যায়। আবার কেন্দ্রীয় ব্যাংক দেশে মুদ্রা যোগান বাড়াতে চেয়ে ব্যাংক হার কমিয়ে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো কম সুদের হারে অধিক ঋণ দিতে সাহায্য করে।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত বক্তব্যটি অর্থনীতিবিদ ফিশারের অর্থের পরিমাণ তত্ত্বের সাথে সম্পর্কিত।



চিত্র: ফিশারের অর্থের পরিমাণ তত্ত্ব

ফিশারের অর্থের পরিমাণ তত্ত্বানুযায়ী, ‘অন্যান্য অবস্থা অপরিবর্তিত থাকা অবস্থায়’ অর্থের পরিমাণের সাথে দামস্তরের সম্পর্ক হয় সমমুখী ও সমানুপাতিক এবং অর্থের মূল্যের সাথে সম্পর্ক হয় বিপরীতমুখী। সুতরাং তত্ত্বানুসারে বলা যায়, দামস্তর ও অর্থের মূল্য পরস্পর বিপরীতভাবে সম্পর্কযুক্ত।

ধরা যাক, কোনো নির্দিষ্ট সময় অর্থের পরিমাণ দ্বিগুণ হলো। এ অবস্থায় দামস্তরও দ্বিগুণ এবং অর্থের মূল্য অর্ধেক হবে। আবার অর্থের পরিমাণ অর্ধেক হলে দামস্তর হবে অর্ধেক এবং অর্থের মূল্য দ্বিগুণ হবে। সুতরাং বলা যায়, ফিশারের তত্ত্বানুযায়ী, দামস্তর ও অর্থের মূল্য পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। দামস্তর কমলে অর্থের মূল্য বাড়ে এবং দামস্তর বাড়লে অর্থের মূল্য কমে। চিত্রে অর্থের মূল্য ও দামস্তরের মধ্যে এমন সম্পর্কই প্রকাশ পায়। চিত্রে দেখা যায়, দামস্তর P_2 থেকে কমে P_1 হলে অর্থের মূল্য V_{m2} থেকে বেড়ে V_{m1} হয়। সুতরাং বলা যায়, উদ্দীপকের বক্তব্যে ফিশারের বিনিময় তত্ত্বেরই প্রকাশ ঘটেছে।

ঘ উদ্দীপক অনুযায়ী মুদ্রার পরিমাণ চারগুণ হলে মুদ্রার মূল্য এক-চতুর্থাংশ হবে। নিচে বিষয়টি একটি গাণিতিক উদাহরণের মাধ্যমে বিশ্লেষণ করা হলো।

প্রদত্ত তথ্যের আলোকে বিনিময় সমীকরণ হলো $MV = PT$ বা $V = \frac{PT}{M}$
এখানে, M = মুদ্রার পরিমাণ, V = মুদ্রার মূল্য বা প্রচলন গতি, P = দামস্তর এবং T = লেনদেনের পরিমাণ।

ধরি, $M = 125$, $P = 40$ এবং $T = 25$

$$\text{তাহলে, } V = \frac{40 \times 25}{125} = 8$$

এখন, P ও T স্থির রেখে অর্থের পরিমাণ (M) কে 4 গুণ করা হলে অর্থের মূল্য,

$$V = \frac{40 \times 25}{4 \times 125} = 2 \text{ হবে। অর্থাৎ অর্থের মূল্য } \frac{1}{4} \text{ গুণ হবে।}$$

কাজেই বলা যায়, উদ্দীপকে উল্লিখিত ফিশারের অর্থের বিনিময় তত্ত্ব অনুসারে লেনদেন ও দামস্তর স্থির রেখে অর্থের পরিমাণ যত গুণ করা হলে অর্থের মূল্য এক-তর্ভমাংশ হবে। অর্থাৎ মুদ্রার পরিমাণ 4 গুণ (চারগুণ) করা হলে মুদ্রার মূল্য $\frac{1}{4}$ গুণ (এক-চতুর্থাংশ) হবে।

প্রশ্ন ৪ মি. করিম একটি ব্যাংকে চাকরি করেন যাকে মুদ্রা বাজারের অভিভাবক বলা হয়। ব্যাংকটি নোট প্রচলনের একচেটিয়া অধিকার ভোগ করে। তার ভাই মি. সালাম অপর একটি ব্যাংকে চাকরি করেন যা জনগণের কাছ থেকে আমানত সংগ্রহ করে এবং স্বল্প ও মধ্যমেয়াদি ঋণদান করে।

(চা. বো. '১৭ প্রশ্ন নং ১১)

- ক. অর্থের মূল্য কী? ১
- খ. মুদ্রা কি শুধু ‘বিনিময়ের মাধ্যম’ হিসেবেই কাজ করে? ২
- গ. মি. করিম ও মি. সালাম কোন ধরনের ব্যাংকে কাজ করেন? ৩
- ঘ. মি. করিমের ব্যাংকের চারটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ আলোচনা করো। ৪

৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ দ্বারা যে পরিমাণ পণ্য বা সেবা ক্রয় করা যায় তাকে অর্থের মূল্য বলা হয়।

খ মুদ্রা হলো সর্বজনস্বীকৃত ও সর্বোৎকৃষ্ট বিনিময়ের মাধ্যম।

তবে, বর্তমানে মুদ্রা বিনিময়ের মাধ্যম ছাড়াও আরো অন্যান্য কাজ করে। যেমন— মূল্যের পরিমাপক, সঞ্চয়ের বাহন, স্থগিত লেনদেনের মান, ঋণের ভিত্তি ইত্যাদি। তাই বলা যায়, মুদ্রা শুধু বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে কাজ করে না।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত মি. করিম কেন্দ্রীয় ব্যাংকে এবং মি. সালাম বাণিজ্যিক ব্যাংকে কাজ করেন।

কেন্দ্রীয় ব্যাংক হলো এমন একটি ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠান, যা সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীনে থেকে মুদ্রা বাজারের অভিভাবক হিসেবে কাজ করে। এই ব্যাংকের প্রধান কাজ হলো নোট প্রচলন করা এবং এর মূল লক্ষ্য হলো জনকল্যাণ। অন্যদিকে, বাণিজ্যিক ব্যাংক হলো এমন এক আর্থিক প্রতিষ্ঠান যা মুনাফার উদ্দেশ্যে জনগণের কাছ থেকে অর্থ আমানত হিসেবে গ্রহণ করে এবং বিভিন্ন প্রয়োজনে স্বল্পমেয়াদি ঋণ দিয়ে থাকে।

উদ্দীপকে লক্ষ করা যায়, মি. করিম যে ব্যাংকে কর্মরত, সেটি মুদ্রা বাজারের অভিভাবক এবং নোট প্রচলনের একচেটিয়া ক্ষমতার অধিকারী। তাই সংজ্ঞানুসারে বলা যায়, মি. করিম যে ব্যাংকে কাজ করেন, সেটি দেশটির কেন্দ্রীয় ব্যাংক। অন্যদিকে, মি. সালাম যে ব্যাংকে চাকরি করেন, সেটি জনগণের কাছ থেকে আমানত গ্রহণ করে এবং স্বল্প ও মধ্যমমেয়াদি ঋণ দিয়ে থাকে। তাই বলা যায়, মি. সালাম একটি বাণিজ্যিক ব্যাংকে কাজ করেন।

২। মি. করিম কেন্দ্রীয় ব্যাংকে কাজ করেন। নিচে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের চারটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ বর্ণনা করা হলো:

১. কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রধান কাজ হলো দেশের জনগণ ও ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রয়োজন অনুসারে নোট ও ধাতব মুদ্রা প্রচলন করা। এ জন্য ব্যাংকটি প্রচলিত নোটের মূল্যের বিপরীতে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ স্বর্ণ, রৌপ্য বা বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভ রাখে।
২. কেন্দ্রীয় ব্যাংক দেশের মুদ্রা বাজারের অভিভাবক হিসেবে কাজ করে। মুদ্রা বাজারের পরিচালক ও নিয়ন্ত্রক হিসেবে এ ব্যাংক দেশে মুদ্রা ও ঋণের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করে, মুদ্রা সরবরাহে স্থিতিশীলতা রক্ষা, বিনিময় হার নির্ধারণ ও বিভিন্ন ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কার্যাবলি পর্যবেক্ষণ করে।
৩. মুদ্রা সরবরাহের ওপর বিধি-নিষেধ আরোপ করে কেন্দ্রীয় ব্যাংক দেশে দামস্তরের স্থিতিশীলতা রক্ষা করে। এ উদ্দেশ্যে এ ব্যাংক মুদ্রা বাজারের মুদ্রা সরবরাহ নিয়ন্ত্রণ করে।
৪. কেন্দ্রীয় ব্যাংকের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো ঋণ নিয়ন্ত্রণ করা। এই উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় ব্যাংক খোলাবাজার নীতি, ব্যাংক হার নির্ধারণ, ঋণের বরাদ্দকরণ, নগদ জমার হার পরিবর্তন ইত্যাদি পদ্ধতি অবলম্বন করে থাকে।

মি. করিমের ব্যাংকটি উপরিউক্ত কার্যাবলি পূরণ ছাড়াও জনকল্যাণে আরও অনেক কার্য সম্পাদন করে।

প্রশ্ন ৫। 'ক' রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ে। তাকে তার বাবা প্রতি মাসে ব্যাংকের মাধ্যমে টাকা পাঠাতেন। একদিন সাপ্তাহিক ছুটির দিনে 'ক' এর জরুরি প্রয়োজনে ব্যাংকের মাধ্যমে তার বাবা টাকা পাঠাতে পারলেন না। অতঃপর তিনি পাশের দোকান থেকে ছেলেকে টাকা পাঠালেন।

রা. বো. '১৭। প্রশ্ন নং ১০।

- আমানত কাকে বলে? ১
- দ্রব্যমূল্যের পরিবর্তনের সাথে অর্থের মূল্য পরিবর্তনের সম্পর্ক ব্যাখ্যা করো। ২
- উদ্দীপকের আলোকে পাশের দোকানের মাধ্যমে টাকা পাঠানোর পদ্ধতির সুবিধাসমূহ লেখ। ৩
- সাধারণ ব্যাংকিং পদ্ধতি ও দোকানের পদ্ধতির মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা করো। ৪

৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক। সঞ্চয় কিংবা মুদ্রার নিরাপত্তা বিধানের জন্য জনসাধারণ সাধারণত বাণিজ্যিক ব্যাংকে যে নগদ অর্থ গচ্ছিত রাখে তাকে আমানত বলে।

খ। দ্রব্যমূল্যের পরিবর্তনের সাথে অর্থের মূল্য পরিবর্তনের সম্পর্ক প্রত্যক্ষ কিন্তু বিপরীত।

অর্থের মূল্য পরিবর্তন বলতে অর্থের ক্রয়ক্ষমতার পরিবর্তনকে বোঝায়। এক একক অর্থের পরিবর্তে যদি পূর্বাপেক্ষা বেশি পরিমাণ দ্রব্য পাওয়া যায়, তবে বুঝতে হবে অর্থের মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। আবার এক একক অর্থের পরিবর্তে যদি পূর্বাপেক্ষা কম পরিমাণ দ্রব্য পাওয়া যায়, তবে বুঝতে হবে অর্থের মূল্য হ্রাস পেয়েছে। দ্রব্যের মূল্য হ্রাস পেলে এক একক অর্থের বিনিময়ে পূর্বাপেক্ষা বেশি এবং দ্রব্য মূল্য বৃদ্ধি পেলে এক একক অর্থের বিনিময়ে পূর্বাপেক্ষা কম দ্রব্যসামগ্রী ক্রয় করা যায়। সুতরাং দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পেলে অর্থের মূল্য হ্রাস পায় এবং দ্রব্যমূল্য হ্রাস পেলে অর্থের মূল্য বৃদ্ধি পায়।

গ। 'ক' এর বাবা পাশের দোকানের মাধ্যমে ছেলেকে যে পদ্ধতিতে টাকা পাঠালেন তা মোবাইল ব্যাংকিং বলে পরিচিত। টাকা পাঠানোর এ পদ্ধতি তথা মোবাইল ব্যাংকিং এর বেশ কিছু সুবিধা রয়েছে; সেগুলো নিম্নরূপ:

মোবাইল ব্যাংকিং সেবার ক্ষেত্রে একজন গ্রাহক দেশের যেকোনো স্থান থেকে মোবাইল ফোনের সাহায্যে আর্থিক লেনদেন করতে পারে। দূরে ও কাছে কাউকে দ্রুত অর্থ প্রেরণ, ক্রীত দ্রব্যের মূল্য পরিশোধ, গৃহীত ঋণ পরিশোধ ইত্যাদি এ ব্যাংকিং সেবার সাহায্যে করা সম্ভব। এ ব্যাংকিং সেবার ক্ষেত্রে গ্রাহককে ব্যক্তিগতভাবে ব্যাংকে উপস্থিত হওয়ার কোনো দরকার নেই; বাড়ি, অফিস কিংবা যে কোনো ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে বসেই মোবাইলের মাধ্যমে ব্যাংকিং সুবিধা পাওয়া সম্ভব।

এ ব্যাংকিং সেবার মাধ্যমে বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ, ট্রেন-বাসের টিকিট কাটা ইত্যাদি দ্রুততার সাথে করা হয় বলে কোনো হয়রানি বা বাড়তি খরচ ছাড়াই কাজটি যথাসময় করা সম্ভব। তাছাড়া এ ব্যাংকিং সেবার মাধ্যমে এক হিসাব থেকে অন্য হিসাবে অর্থ পাঠানো যায়। এছাড়াও এ ব্যাংকিং সুবিধার একটি বড় দিক হচ্ছে আর্থিক লেনদেনে বাহ্যিক নিরাপত্তা বিধান। আজকাল ব্যাংক থেকে নগদ অর্থ উত্তোলন এবং দূরে বা কাছে কোথাও বহন করা ঝুঁকিপূর্ণ ও অনিরাপদ। এ ব্যাংকিং সুবিধার সাহায্যে অর্থ পাঠানো এবং গ্রহণ উভয়ই নিরাপদ।

সুতরাং বলা যায়, মোবাইল ব্যাংকিং পদ্ধতির যথেষ্ট সুবিধা রয়েছে।

গ। সাধারণ ব্যাংকিং পদ্ধতি তথা বাণিজ্যিক ব্যাংকিং পদ্ধতি এবং উদ্দীপকে উল্লিখিত দোকানের পদ্ধতি তথা মোবাইল ব্যাংকিং পদ্ধতি দুটির মধ্যে বিস্তারিত পার্থক্য রয়েছে। প্রকৃতপক্ষে এ দুটি প্রায় সম্পূর্ণ ভিন্নধর্মী ব্যাংকিং পদ্ধতি। নিচে এ দুটি ব্যাংকিং পদ্ধতির মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা করা হলো।

বাণিজ্যিক ব্যাংকিং পদ্ধতি হলো একটি চিরাচরিত ও অতি-পরিচিত ব্যাংকিং পদ্ধতি, যেখানে মোবাইল ব্যাংকিং পদ্ধতি হলো একটি আধুনিক ব্যাংকিং পদ্ধতি। সাধারণ ব্যাংকিং পদ্ধতিতে একজন গ্রাহককে ব্যাংকের সাথে আর্থিক লেনদেন করতে হলে বিভিন্ন নিয়ম মেনে ব্যাংকে একটি এ্যাকাউন্ট খুলে ব্যাংকের গ্রাহক হতে হয়। কিন্তু মোবাইল ব্যাংকিং পদ্ধতিতে এরূপ কিছু করার প্রয়োজন পড়ে না। এ পদ্ধতিতে গ্রাহক তার মোবাইল ফোনের নম্বরটিকে একাউন্ট হিসেবে ব্যবহার করে ব্যাংকের সার্ভারের সহায়তায় টাকা-পয়সা লেনদেন করতে পারে। তাছাড়া সাধারণ ব্যাংকিং পদ্ধতিতে ব্যাংকের সাথে আর্থিক লেনদেন করার জন্য স-শরীরে ব্যাংকের কোনো একটি শাখায় উপস্থিত হতে হয়। কিন্তু মোবাইল ব্যাংকিং-এর মাধ্যমে একজন গ্রাহক ব্যাংকে উপস্থিত না হয়েও মোবাইল ফোনের সাহায্যে আর্থিক লেনদেন করতে পারে।

সাধারণ ব্যাংকিং পদ্ধতিতে দূরে কাউকে টাকা পয়সা পাঠাতে সময় লাগে; কিন্তু মোবাইল ব্যাংকিং-এর মাধ্যমে দ্রুত ও কম ব্যয়ে টাকা পাঠানো যায়।

উদ্দীপকে দেখা যায়, 'ক' এর বাবা জরুরি প্রয়োজনে মোবাইল ব্যাংকিং এর মাধ্যমে ছেলেকে দ্রুত টাকা পাঠাতে পারলেন। আবার সাধারণ ব্যাংকিং পদ্ধতিতে ব্যাংকের একজন গ্রাহককে তার এ্যাকাউন্টের সর্বশেষ স্থিতি, ঋণ চাওয়া ইত্যাদি ব্যাপারে ব্যাংকে হাজির হতে হয়। কিন্তু মোবাইল ব্যাংকিং পদ্ধতিতে তাকে এ হয়রানির শিকার হতে হয় না। ঘরে বসেই তিনি তার এ্যাকাউন্টের সর্বশেষ স্থিতি জানতে ও ঋণ পেতে পারেন।

তুলনামূলক বিচারে তাই বলা যায়, 'ক' এর বাবার অনুসৃত ব্যাংকিং পদ্ধতি প্রচলিত সাধারণ ব্যাংকিং পদ্ধতি থেকে উন্নত, সুবিধাজনক ও নিরাপদ।

প্রশ্ন ৬। অর্থনীতিবিদ আরডিং ফিশারের অর্থের পরিমাণ তত্ত্বে

$$M = 100, V = 5 \text{ এবং } T = 10$$

এখানে M = বিহিত মুদ্রা, T = লেনদেনের পরিমাণ;

P = দামস্তর ও V = প্রচলন গতি।

দি. বো. '১৭। প্রশ্ন নং ৯।

- অর্থ কী? ১
- জনগণের আয় বৃদ্ধি পেলে অর্থের চাহিদা হ্রাস পায়— ব্যাখ্যা করো। ২
- উদ্দীপকে উল্লিখিত তথ্যের ভিত্তিতে দামস্তর নির্ণয় করো। ৩
- উদ্দীপকে M এর মান 200 হলে অর্থের মূল্যের ওপর কী প্রভাব পড়বে? বিশ্লেষণ করো। ৪

ক. যা বিনিময়ের সাধারণ মাধ্যম, ঋণ গ্রহণ ও পরিশোধের উপায়, মূল্যের পরিমাপক ও সঞ্চয়ের বাহন হিসেবে সরকার কর্তৃক প্রবর্তিত সকলের নিকট গ্রহণযোগ্য হয় তাকে অর্থ বলা হয়।

খ. অর্থের চাহিদা ও আয়ের মধ্যে সমমুখী সম্পর্ক বিদ্যমান থাকায় জনগণের আয় বৃদ্ধি পেলে অর্থের চাহিদার পরিমাণ বৃদ্ধি পায়।

একটি নির্দিষ্ট সময়ে দেশের জনগণ বিভিন্ন প্রয়োজনে যে পরিমাণ নগদ অর্থ হাতে রাখতে চায়, তাকে অর্থের চাহিদা বলে। এখন জনগণের আয় বৃদ্ধি পেলে নগদ লেনদেনের পরিমাণ বেড়ে যায়। অর্থাৎ, লেনদেন-জনিত অর্থের চাহিদা বেড়ে যায়। আবার মানুষ ভবিষ্যৎ অনিশ্চয়তা মোকাবিলা করার জন্যও অর্থ জমা রাখে। তাই আয় বেশি হলে সতর্কতামূলক অর্থের চাহিদাও বাড়ে। কাজেই বলা যায়, জনগণের আয় বৃদ্ধি পেলে অর্থের চাহিদা হ্রাস না পেয়ে বরং বৃদ্ধি পায়।

গ. অর্থনীতিবিদ আরডিং ফিশার তার অর্থের পরিমাণ তত্ত্ব প্রকাশের জন্য প্রাথমিক অবস্থায় যে সমীকরণের সাহায্য নেন তা বিনিময় সমীকরণ নামে পরিচিত। সমীকরণটি নিম্নরূপ:

$$MV = PT$$

$$\text{বা, } P = \frac{MV}{T}$$

এখানে, M = বিহিত মুদ্রা, T = লেনদেনের পরিমাণ,

P = দামস্তর ও V = মুদ্রার প্রচলন গতি

এ সমীকরণে দেখা যায়, M, V ও T এর মান জানা থাকলে P এর মান সহজেই নির্ণয় করা যায়। এ হিসেবে উদ্বীপকে M, V ও T এর যে মানগুলো দেওয়া আছে তার ভিত্তিতে P এর মান নিম্নরূপভাবে নির্ণয় করা হলো:

$$P = \frac{MV}{T} = \frac{100 \times 5}{10} \quad [\text{সমীকরণে মান বসিয়ে}]$$

$$= \frac{500}{10} = 50$$

∴ দামস্তর, (P) = 50

ঘ. অর্থনীতিবিদ আরডিং ফিশারের মতে কোনো নির্দিষ্ট সময়ে অর্থের প্রচলন গতি (V) ও বাণিজ্যিক লেনদেন (T) এর পরিমাণ স্থির থাকলে অর্থের পরিমাণ (MV) এর সাথে দামস্তর (P) এর সম্পর্ক হয় সমানুপাতিক। তখন দামস্তরের সাথে অর্থের মূল্য (Vm) এর সম্পর্ক হয় বিপরীত। এ অবস্থায় অর্থের পরিমাণ দ্বিগুণ হলে অর্থের মূল্য অর্ধেক হয়। এখন উদ্বীপকে উল্লিখিত বিভিন্ন তথ্যের প্রেক্ষিতে অর্থের পরিমাণ 100 থেকে 200 অর্থাৎ দ্বিগুণ হলে অর্থের মূল্যের ওপর তার প্রভাব নিচের ছকে দেখানো হলো:

M	V	T	$P = \frac{MV}{T}$	$V_m = \frac{1}{P}$
100	5	10	$P = \frac{100 \times 5}{10} = 50$	$V_m = \frac{1}{50} = 0.02$
200	5	10	$P = \frac{200 \times 5}{10} = 100$	$V_m = \frac{1}{100} = 0.01$

উপরের টেবিলে দেখা যায়, V ও T স্থির অবস্থায় M বৃদ্ধি পেয়ে দ্বিগুণ হলে দামস্তরও বৃদ্ধি পেয়ে দ্বিগুণ হয়। তখন অর্থের মূল্য হ্রাস পেয়ে অর্ধেক হয়।

সুতরাং, বলা যায়, উদ্বীপকে M এর মান 200 অর্থাৎ দ্বিগুণ হলে অর্থের মূল্য অর্ধেক হবে।

প্রশ্ন ৭ 'B' দেশের একটি ব্যাংক সে দেশের আর্থিক ব্যবস্থার প্রধান। এটি নোট প্রচলন করে। অনেক সময় অর্থের পরিমাণ কাক্ষিত স্তরে না থাকলে বিভিন্ন পদ্ধতি প্রয়োগ করে ব্যাংকটি অর্থের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করে।

[দি. বো. '১৭ প্রশ্ন নং ১০]

- ক. অর্থের মূল্য কী? ১
- খ. চাহিদা আমানত হচ্ছে ব্যাংক মুদ্রা— ব্যাখ্যা করো। ২
- গ. উদ্বীপকে উল্লিখিত 'B' দেশের ব্যাংকটি কোন ধরনের ব্যাংক? ব্যাখ্যা করো। ৩
- ঘ. উদ্বীপকে উল্লিখিত ব্যাংকটির ঋণ নিয়ন্ত্রণে সবচেয়ে সফল হাতিয়ার কোনটি? বিশ্লেষণ করো। ৪

ক. একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ মুদ্রা দ্বারা যে পরিমাণ পণ্য বা সেবা ক্রয় করা যায় তাকে অর্থের মূল্য বলে।

খ. বর্তমানে ব্যবসায়িক লেনদেন ও দেনা-পাওনা পরিশোধ করতে ব্যাংক হিসাব বা ব্যাংক সৃষ্ট আমানত বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে চেক, ডেবিট বা ক্রেডিট কার্ড ইত্যাদি ব্যবহার করা হয়। একে ব্যাংক মুদ্রা বলে। আর চাহিদা আমানত হলো এমন আমানত যার অর্থ চাহিদা মাত্র উত্তোলন করা যায়। এই আমানত ব্যবহার করে গ্রাহক ব্যাংকের মাধ্যমে তাদের লেনদেন সম্পন্ন করতে পারেন। তাই চাহিদা আমানতকে ব্যাংক মুদ্রা হিসাবে বিবেচনা করা হয়। অর্থাৎ, চাহিদা আমানত হচ্ছে ব্যাংক মুদ্রা।

গ. উদ্বীপকে উল্লিখিত 'B' দেশের ব্যাংকটি হলো কেন্দ্রীয় ব্যাংক। নিচে ব্যাংকটির ধরন ব্যাখ্যা করা হলো।

ব্যাংক ব্যবস্থার শীর্ষে অবস্থান করে যে ব্যাংক দেশের মুদ্রা ও ব্যাংক ব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করে তাকে কেন্দ্রীয় ব্যাংক বলে। এটি সরকার কর্তৃক সর্বোচ্চ ক্ষমতাপ্রাপ্ত একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান যা মুনাফা অর্জনের জন্য নয়, বরং জনস্বার্থে ও দেশের সামগ্রিক কল্যাণের দিকে নজর রেখে কাজ করে।

কেন্দ্রীয় ব্যাংক দেশে কাগজী নোট ও ধাতব মুদ্রা প্রচলনের একচেটিয়া অধিকার ভোগ করে। এ ব্যাংক অন্যান্য দেশের মুদ্রার সাথে দেশীয় মুদ্রার বিনিময় হার নির্ধারণ ও নিয়ন্ত্রণ করে। আবার এ ব্যাংক দেশে একটি উন্নত ও স্থিতিশীল মুদ্রা বাজার গড়ার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কার্যাবলি তদারকি করে ও তাদেরকে পরামর্শ প্রদান করে। বাণিজ্যিক ব্যাংক-সৃষ্ট ঋণ অর্থের যোগানের অন্যতম উপাদান হওয়ায় কেন্দ্রীয় ব্যাংক দেশে অর্থের যোগান নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে ঋণ নিয়ন্ত্রণ করে। এ ব্যাংক বিভিন্ন ব্যাংকের আন্তঃদেনাপাওনার দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য নিকাশ ঘর হিসেবে কাজ করে। তাছাড়া এ ব্যাংক তালিকাভুক্ত ব্যাংকগুলোর আর্থিক সংকটকালে ঋণদানের শেষ আশ্রয়স্থল হিসেবে কাজ করে।

সুতরাং বলা যায়, B দেশের ব্যাংকটি এমন একটি ব্যাংক যা উদ্দেশ্য ও কার্যপ্রণালির দিক থেকে অন্য সর্ব ব্যাংক হতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র।

ঘ. উদ্বীপকে উল্লিখিত B দেশের ব্যাংকটি ঋণ নিয়ন্ত্রণে সবচেয়ে সফল হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে ব্যাংক হার নীতি।

ব্যাংক হার বলতে এমন একটি হারকে বোঝায়, যে হারে কেন্দ্রীয় ব্যাংক প্রথম শ্রেণির বিনিময় বিল পুনঃবাট্টা করে। এই ব্যাংক হার হ্রাস বা বৃদ্ধির ফলে বাজারে ঋণের পরিমাণের বৃদ্ধি বা হ্রাস ঘটে তথা ঋণদান ক্ষমতা নিয়ন্ত্রিত হয়।

সাধারণত কেন্দ্রীয় ব্যাংক তার ব্যাংক হার বাড়িয়ে দিলে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো তার সুদের হার বাড়িয়ে দেয়। কারণ কেন্দ্রীয় ব্যাংক থেকে ঋণ নিতে বা হুন্ডি বাট্টা করতে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোকে বেশি সুদ দিতে হয়। এর ফলে সুদের হার বেশি হওয়ায় ঋণগ্রহীতার কম ঋণ গ্রহণ করে। ফলে দেশের মোট ঋণের পরিমাণ হ্রাস পায়। আবার দেশে ঋণের পরিমাণ বাড়তে চাইলে কেন্দ্রীয় ব্যাংক তার ব্যাংক হার কমিয়ে দেয়। কারণ ব্যাংক হার কম হলে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো সুদের হার কমিয়ে দেয়। ফলশ্রুতিতে দেশে মোট ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়।

এ ছাড়া কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ঋণ নিয়ন্ত্রণে অন্যান্য হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে খোলা বাজার নীতি, নগদ জমার হার পরিবর্তন, নৈতিক প্ররোচনা ইত্যাদি। তবে এই হাতিয়ারগুলো আংশিকভাবে কার্যকর। তাছাড়া এই হাতিয়ারগুলো ঋণ নিয়ন্ত্রণে ধীর গতিতে কার্যকর হয়। সুতরাং সকল হাতিয়ারগুলোর ব্যবহারিক তাৎপর্যে অন্যান্য হাতিয়ারের তুলনায় ব্যাংক হার বেশি কার্যকর।

প্রশ্ন ৮ মতি ও তুহিন দুটি আলাদা ব্যাংকের কর্মকর্তা। তাদের ব্যাংকের কার্যক্রমের উপর তারা কথা বলছিল। মতি বলল, প্রতি বছর ঈদের আগে আমাদের ব্যাংক পর্যাপ্ত পরিমাণে নতুন নোট বিভিন্ন ব্যাংকের মাধ্যমে বাজারে ছাড়ে। গত বছর মুদ্রাস্ফীতির সময় খোলাবাজারে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে আসে। তুহিন বলল, আমাদের ব্যাংক দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে কৃষক, ব্যবসায়ি, শিল্পপতি সবার কাছে ঋণ বিতরণ করে। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যেও আমাদের ব্যাংক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

[ক. বো. '১৭ প্রশ্ন নং ১১]

- ক. বিহিত মুদ্রা কাকে বলে? ১
খ. অর্থের পরিমাণের ওপর অর্থের মূল্য নির্ভরশীল? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকের আলোকে মতির ব্যাংকের তিনটি কাজের কথা উল্লেখ করো। ৩
ঘ. দেশের স্থিতিশীল উন্নয়নে মতি ও তুহিনের ব্যাংকের মধ্যে কোনটির ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ? ব্যাখ্যা করো। ৪

৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক দৈনন্দিন লেনদেনে জনগণ বিনিময়ের যে মাধ্যম ব্যবহার করতে আইনত বাধ্য থাকে তাকে বিহিত মুদ্রা বলে।

খ অর্থনীতিবিদ আরভিং ফিশারের মতে, অর্থের পরিমাণ বা যোগানের ওপরই অর্থের মূল্য নির্ভর করে এবং অর্থের যোগানের পরিবর্তন হলে অর্থের মূল্যেরও পরিবর্তন হয়।

অন্যান্য অবস্থা অপরিবর্তিত অবস্থায় অর্থের পরিমাণের সাথে অর্থের মূল্য সমানুপাতিক এবং বিপরীতমুখী। অর্থের যোগান যে হারে বাড়ে অর্থের মূল্যও ওই একই হারে কমে। আর অর্থের যোগান যে হারে কমে অর্থের মূল্যও ওই একই হারে বাড়ে। অর্থাৎ অর্থের যোগান দ্বিগুণ হলে অর্থের মূল্য অর্ধেক হবে এবং অর্থের যোগান অর্ধেক হলে অর্থের মূল্য দ্বিগুণ হবে।

গ উদ্দীপকের আলোকে বলা যায়, মতি যে ব্যাংকে কার্যরত ঐ ব্যাংকটি হলো দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক। নিচে উদ্দীপকের আলোকে মতির ব্যাংক তথা কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তিনটি কাজের কথা উল্লেখ করা হলো:

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রধান কাজ হলো দেশের মুদ্রাব্যবস্থার প্রয়োজন অনুযায়ী বিভিন্ন মূল্যমানের কাগজি নোট প্রচলন করা। এটি তার একচেটিয়া অধিকার। নোট প্রচলনের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় ব্যাংক প্রচলনকৃত নোটের মূল্যের বিপরীতে একটি নির্দিষ্ট শতাংশ স্বর্ণ, রৌপ্য বা বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভে রাখে।

বাণিজ্যিক ব্যাংকসৃষ্ট ঋণ মুদ্রার যোগানের অন্যতম উপাদান। কেন্দ্রীয় ব্যাংক দেশে মুদ্রার যোগান নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে এ ঋণ নিয়ন্ত্রণ করে। দেশে মুদ্রার বিপুল যোগানের কারণে মুদ্রাস্ফীতি দেখা দিলে কেন্দ্রীয় ব্যাংক খোলাবাজারে সরকারি ঋণপত্র বিক্রি করে। বাণিজ্যিক ব্যাংক এগুলো ক্রয় করলে তাদের হাতে নগদ অর্থের পরিমাণ কমে গেলে ঋণদানের ক্ষমতাও কমে যায়। তখন মুদ্রাস্ফীতি কিছুটা নিয়ন্ত্রণে আসে। এছাড়া কেন্দ্রীয় ব্যাংক অন্যান্য ব্যাংকের ব্যাংকার হিসেবে কাজ করে। প্রত্যেক দেশেরই ব্যাংকিং নিয়মানুযায়ী কেন্দ্রীয় ব্যাংক তার তালিকাভুক্ত ব্যাংকগুলোর আমানতের একটি নির্দিষ্ট অংশ জমা রাখে।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত মতির ব্যাংক হলো কেন্দ্রীয় ব্যাংক এবং তুহিনের ব্যাংক হলো বাণিজ্যিক ব্যাংক। দেশের স্থিতিশীল উন্নয়নে তুহিনের ব্যাংক তথা বাণিজ্যিক ব্যাংকের চেয়ে মতির ব্যাংক বা কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ভূমিকা অধিক গুরুত্বপূর্ণ। নিচে তা ব্যাখ্যা করা হলো:

কোনো দেশে স্থিতিশীল অর্থনৈতিক ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য মুদ্রার যোগান কার্যকরভাবে নিয়ন্ত্রণ করা আবশ্যিক। বাণিজ্যিক ব্যাংক সৃষ্ট ঋণ মুদ্রার যোগানের অন্যতম অংশ হওয়ায় তা নিয়ন্ত্রণের জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংককে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয়। কেন্দ্রীয় ব্যাংক বিভিন্ন উপায়ে তার এ দায়িত্ব পালন করে মুদ্রা বাজারকে স্থিতিশীল ও মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে রাখে। কেন্দ্রীয় ব্যাংক সরকার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত বিভিন্ন বিশেষায়িত ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে নগদ তহবিল সরবরাহ করে। এর মাধ্যমে কেন্দ্রীয় ব্যাংক এসব প্রতিষ্ঠানকে তাদের নিজ নিজ দায়িত্ব পালনে সহায়তা করে উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখতে সহায়তা করে।

মিশ্র অর্থনীতির দেশগুলোতে বেসরকারি খাতের মূলধনের চাহিদা পূরণ করা অত্যন্ত জরুরি; কারণ এখানে বেশির ভাগ উন্নয়ন কর্মকাণ্ড বেসরকারি খাতেই পরিচালিত হয়। কেন্দ্রীয় ব্যাংক বেসরকারি খাতে পর্যাপ্ত মূলধন সরবরাহের উদ্দেশ্যে দেশের শেয়ার বাজারকে তার নেতৃত্বে গতিশীল রাখে। এছাড়া উন্নয়নশীল দেশগুলোতে বৈদেশিক মুদ্রা উন্নয়নের একটি গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার। কেন্দ্রীয় ব্যাংক দেশের স্বার্থে বৈদেশিক বিনিময় হার নির্ধারণ ও নিয়ন্ত্রণ করে।

সুতরাং বলা যায়, দেশের স্থিতিশীল উন্নয়নে মতি ও তুহিনের ব্যাংকের মধ্যে মতির ব্যাংকের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ।

প্রশ্ন ৯ মামুন সাহেব একটি বেসরকারি সংস্থায় চাকরি করেন এবং বাবা-মা, ছেলে-মেয়েসহ অনেকটা কষ্টেই সংসার পরিচালনা করেন। বাসার রেফ্রিজারেটরটি নষ্ট হওয়াতে তার এক বন্ধুর কাছে টাকা ধার চাইলেন। তার বন্ধু তাকে একটি ব্যাংকে নিয়ে গেলেন এবং ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে রেফ্রিজারেটর ক্রয় করলেন। ব্যাংক কর্মকর্তার মাধ্যমে তিনি জানতে পারলেন যে এ ব্যাংক জনগণের সঙ্কল্প জমা রাখে। ছোটখাট ব্যবসা করতে ব্যক্তিগত জামিনের বিপরীতে ঋণ প্রদান করে। এছাড়াও এ ধরনের ব্যাংক সমাজসেবার ক্ষেত্রে নানাবিধ কার্য সম্পাদন করে। মামুন সাহেবের জন্য বন্ধু ফয়সাল যে ব্যাংকে চাকরি করেন সে ব্যাংক দেশের অর্থবাজার নিয়ন্ত্রণ, বৈদেশিক বিনিময় নিয়ন্ত্রণ, মুদ্রা প্রচলন প্রভৃতি কাজ করে থাকে।

চ. বো. ১৭১ প্রশ্ন নং ১১/

- ক. মুদ্রার মূল্য কী? ১
খ. নগদ জমার অনুপাত কীভাবে মুদ্রার সরবরাহকে নিয়ন্ত্রণ করে? ২
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত যে ব্যাংক থেকে মামুন সাহেব ঋণ নিয়েছেন সেই ব্যাংকের প্রধান তিনটি কার্যাবলি ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত মামুন সাহেব ও ফয়সাল সাহেব যে দু'টো ব্যাংকের সাথে সম্পৃক্ত সেই দু'টো ব্যাংকের মধ্যে পার্থক্য আছে কি? মূল্যায়ন করো। ৪

৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক একটি নির্দিষ্ট সময়ে এক একক মুদ্রা দ্বারা যে পরিমাণ দ্রব্য বা সেবা ক্রয় করা যায় তাই হলো মুদ্রার মূল্য।

খ কেন্দ্রীয় ব্যাংক নগদ জমার হার পরিবর্তনের মাধ্যমে ঋণের পরিমাণ সংকোচন বা সম্প্রসারণ করে মুদ্রার সরবরাহ নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। কেন্দ্রীয় ব্যাংক নগদ জমার অনুপাত বাড়ালে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোকে বেশি পরিমাণে নগদ অর্থ কেন্দ্রীয় ব্যাংকে জমা রাখতে হয়। তখন ব্যাংকগুলোর কাছে নগদ জমার পরিমাণ কমে গেলে তাদের ঋণদান ক্ষমতা কমে; এ অবস্থায় বাজারে ঋণের পরিমাণ কমে গেলে মুদ্রার যোগান কমে। আবার নগদ জমার অনুপাত কমানো হলে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোকে কম পরিমাণ নগদ অর্থ কেন্দ্রীয় ব্যাংকে জমা রাখতে হয় বলে তাদের ঋণদানের ক্ষমতা বাড়ে; তখন ঋণের পরিমাণ তথা মুদ্রার সরবরাহ বাড়ে। নগদ জমার অনুপাত এভাবে মুদ্রার সরবরাহ নিয়ন্ত্রণ করে।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত যে ব্যাংক থেকে মামুন সাহেব ঋণ নিয়েছেন তা হলো একটি বাণিজ্যিক ব্যাংক। এ ব্যাংকের প্রধান তিনটি কার্যাবলি নিচে ব্যাখ্যা করা হলো:

বাণিজ্যিক ব্যাংকের প্রধান কাজ হলো ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের সঙ্কল্প বা উদ্ভূত অর্থ আমানত হিসেবে গ্রহণ করা। আমানত তিন রকম যথা: চলতি আমানত, সঞ্চয়ী আমানত ও স্থায়ী আমানত। ব্যাংক, চলতি আমানতের অর্থ চাওয়ামাত্র আমানতকারীকে ফেরত দেয়। এ জন্য এক্ষেত্রে কোনো সুদ দেওয়া হয় না। সঞ্চয় আমানত থেকে একটি নির্দিষ্ট সময় অর্থ উঠানো যায়, যখন স্থায়ী আমানত থেকে কেবল মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পরই অর্থ উঠানো যায়। ব্যাংক, সঞ্চয়ী আমানতের জন্য অল্প হারে এবং স্থায়ী আমানতের জন্য অপেক্ষাকৃত বেশি হারে সুদ দেয়।

বাণিজ্যিক ব্যাংকের দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো ঋণ প্রদান করা। এ ব্যাংক ব্যবসা-বাণিজ্য, বিভিন্ন উৎপাদনশীল কাজ এমনকি ভোগের ক্ষেত্রেও উপযুক্ত জামানতের বিপরীতে সাধারণত স্বল্পমেয়াদি ঋণ দেয়।

বাণিজ্যিক ব্যাংকের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের মতো নোট প্রচলনের ক্ষমতা না থাকলেও তার প্রদত্ত চেক বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। তাছাড়া এ ব্যাংক, ব্যাংক ড্রাফট, ড্রমণকারীর ঋণপত্র, হুডি ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের বিনিময়ের মাধ্যম সৃষ্টি করে।

ঘ উদ্দীপকটি পড়ে জানা যায়, মামুন সাহেব বাণিজ্যিক ব্যাংক ও তার বন্ধু ফয়সাল সাহেব কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সাথে সম্পৃক্ত। এ দুটি ব্যাংকের মধ্যে বিভিন্ন দিক দিয়ে বিস্তারিত পার্থক্য লক্ষ করা যায়।

পৃথিবীর প্রত্যেক দেশেই একটিমাত্র কেন্দ্রীয় ব্যাংক থাকে; কিন্তু কোনো দেশে অনেক বাণিজ্যিক ব্যাংক থাকতে পারে। কোনো দেশে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের মালিকানা এবং নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনার ভার সরকারের ওপর ন্যস্ত থাকে, যেখানে বাণিজ্যিক ব্যাংক বেসরকারি মালিকানায় ও নিয়ন্ত্রাধীনে পরিচালিত হয়।

কেন্দ্রীয় ব্যাংক দেশে কাগজি নোট ও ধাতব মুদ্রা প্রচলনের একচেটিয়া অধিকার ভোগ করে। বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর এরূপ কোনো ক্ষমতা নেই, তবে তারা যে চেকের মাধ্যমে লেনদেন করে তা সীমিত পর্যায়ে বিনিময়ের মাধ্যমে হিসেবে কাজ করে।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের লক্ষ্য হলো সর্বাধিক জনকল্যাণ সাধন, মুনাফা অর্জন নয়। অন্যদিকে, বাণিজ্যিক ব্যাংকের একমাত্র লক্ষ্য হলো সর্বাধিক সম্ভব মুনাফা অর্জন করা।

কেন্দ্রীয় ব্যাংক জনগণের নিকট হতে কখনো অর্থ আমানত হিসেবে গ্রহণ করে না এবং জনসাধারণকে ঋণও প্রদান করে না। কিন্তু বাণিজ্যিক ব্যাংকের অন্যতম প্রধান কাজ হলো জনগণের অর্থ আমানত হিসেবে গ্রহণ করা।

কেন্দ্রীয় ব্যাংক ঋণের কারবার করে না; কিন্তু বাণিজ্যিক ব্যাংকের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কাজই হলো জনসাধারণকে বিভিন্ন সুদের হারে ঋণ প্রদান করে মুনাফা অর্জন করা। কেন্দ্রীয় ব্যাংক দেশের মুদ্রা বাজারের অভিভাবক বা প্রধান। অপরপক্ষে বাণিজ্যিক ব্যাংক এর অধীন। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের আদেশ ও উপদেশ অনুযায়ী বাণিজ্যিক ব্যাংক কাজ করে।

সুতরাং বলা যায়, উদ্দীপকে উল্লিখিত মামুন সাহেব ও ফয়সাল সাহেব যে দুটো ব্যাংকের সাথে সম্পৃক্ত সে দুটো ব্যাংকের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য রয়েছে।

প্রশ্ন ১০ অর্থের যোগান ও দামস্তর সম্পর্কিত তথ্য নিম্নের ছকে দেয়া হলো:-

অর্থের যোগান (M) (কোটি টাকা)	দামস্তর (P) (টাকা)
১০০	৫
২০০	১০
৩০০	১৫

সি. বো. ১৭৪ প্রশ্ন নং ১১/

- বাণিজ্যিক ব্যাংক কাকে বলে? ১
- কেন্দ্রীয় ব্যাংককে ঋণের শেষ আশ্রয়স্থল বলা হয় কেন? ২
- উদ্দীপকের আলোকে দামস্তর ও অর্থের যোগানের মধ্যে সম্পর্ক চিত্রের সাহায্যে ব্যাখ্যা করো। ৩
- অর্থের যোগান ১০০ কোটি টাকা হতে ২০০ কোটি টাকায় বৃদ্ধি পেলে অর্থের মূল্যের ওপর কী প্রভাব পড়বে? বিশ্লেষণ করো। ৪

১০ নং প্রশ্নের উত্তর

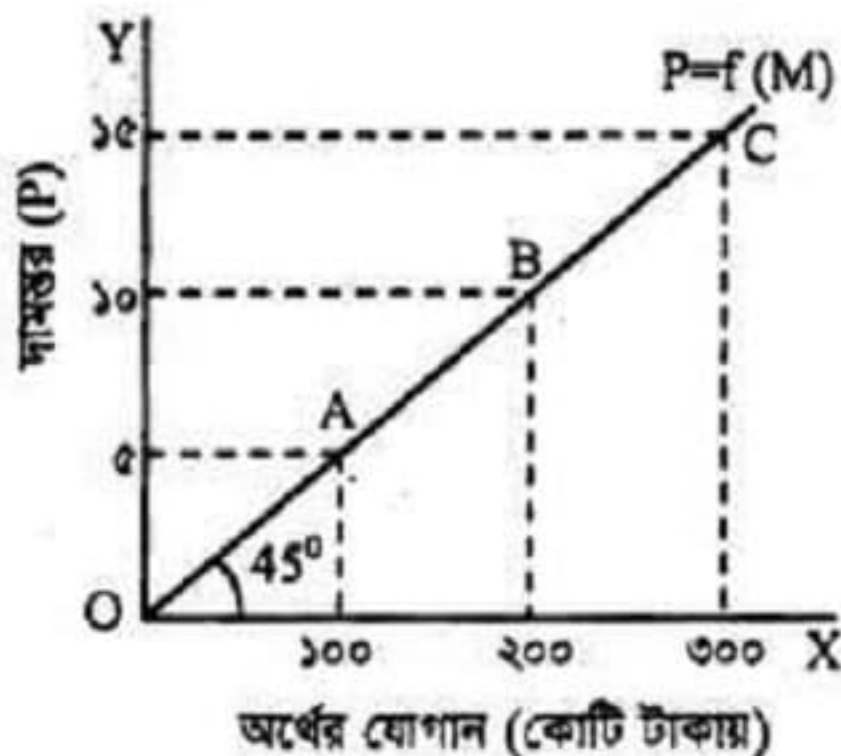
ক. মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে যে ব্যাংক জনসাধারণের নিকট থেকে আমানত গ্রহণ করে এবং ব্যবসায়-বাণিজ্য ও অন্যান্য প্রয়োজনে স্বল্পমেয়াদি ঋণ দান করে, তাকে বাণিজ্যিক ব্যাংক বলে।

খ. অর্থ বাজারের অভিভাবক হিসেবে কেন্দ্রীয় ব্যাংক তালিকাভুক্ত ব্যাংকগুলোকে প্রয়োজনীয় আর্থিক সহায়তা দেয়।

দেশের তালিকাভুক্ত ব্যাংকগুলো তারল্য সংকটের সময় বিভিন্ন উৎস থেকে ঋণ সংগ্রহে ব্যর্থ হলে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের শরণাপন্ন হয়। কেন্দ্রীয় ব্যাংক অর্থ বাজারের অভিভাবক হিসেবে তালিকাভুক্ত ব্যাংকগুলোকে ঋণদানে এগিয়ে আসে। এক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় ব্যাংক সরাসরি ঋণ প্রদান করে অথবা বন্ড ও সিকিউরিটি ইত্যাদি ক্রয়-বিক্রয়ের মাধ্যমে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর দুর্দিনে তহবিলের যোগান দিয়ে থাকে। এরূপ ভূমিকার কারণেই কেন্দ্রীয় ব্যাংককে ঋণদানের শেষ আশ্রয়স্থল বলা হয়।

গ. উদ্দীপকের দামস্তর (P) ও অর্থের যোগান (M)-এর মধ্যে সম্পর্ক দেখানোর জন্য উদ্দীপকে প্রদত্ত তথ্যের ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় পরিমাপ গ্রহণ করে চিত্রে $P = f(M)$ রেখা তথা দামস্তর রেখা অঙ্কন করা হয়েছে। রেখাটির বিভিন্ন বিন্দুতে আনুভূমিক ও লম্ব দূরত্ব সমান হওয়ায় তা 45° রেখায় পরিণত হয়েছে।

ফলে রেখাটি অর্থের যোগান ও দামস্তরের মধ্যে সমানুপাতিক সম্পর্ক তুলে ধরে। চিত্রে দেখা যায়, যখন অর্থের যোগান ১০০ কোটি টাকা থেকে বেড়ে ২০০ কোটি এবং ২০০

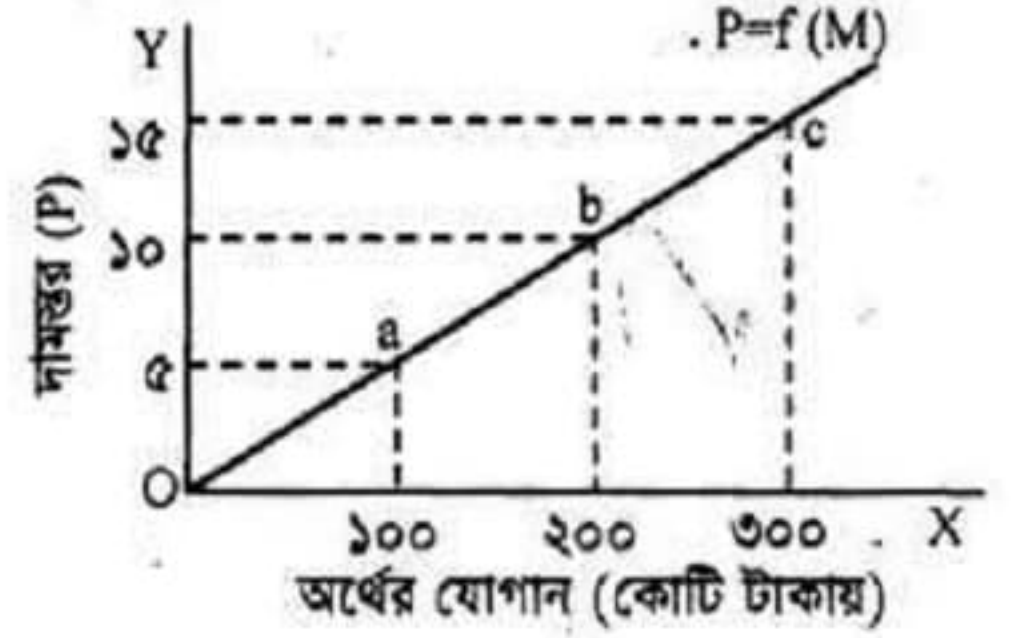


কোটি টাকা থেকে বেড়ে ৩০০ কোটি টাকা হয় তখন দামস্তরও সমানুপাতিকভাবে বেড়ে যথাক্রমে ৫ টাকা থেকে ১০ টাকা এবং ১০ টাকা থেকে ১৫ টাকা হয়।

সুতরাং বলা যায়, অর্থের যোগান বাড়লে দামস্তরও সমানুপাতিকভাবে বেড়ে এবং অর্থের যোগান কমলে দামস্তরও সমানুপাতিকভাবে কমে।

ঘ. অর্থের যোগান ১০০ কোটি টাকা থেকে ২০০ কোটি টাকায় বৃদ্ধি পেলে অর্থের মূল্যের ওপর ঋণাত্মক প্রভাব পড়বে। নিচে তা উদ্দীপকের আলোকে রেখাচিত্রের সাহায্যে ব্যাখ্যা করা হলো:

প্রদত্ত 'ক' ও 'খ' উভয় চিত্রেই ভূমি অক্ষে অর্থের যোগান (M), 'ক' চিত্রে লম্ব অক্ষে দামস্তর (P) এবং 'খ' চিত্রে লম্ব অক্ষে মুদ্রার মূল্য পরিমাপ করা হয়েছে। 'ক' চিত্রে $P = f(M)$ তথা

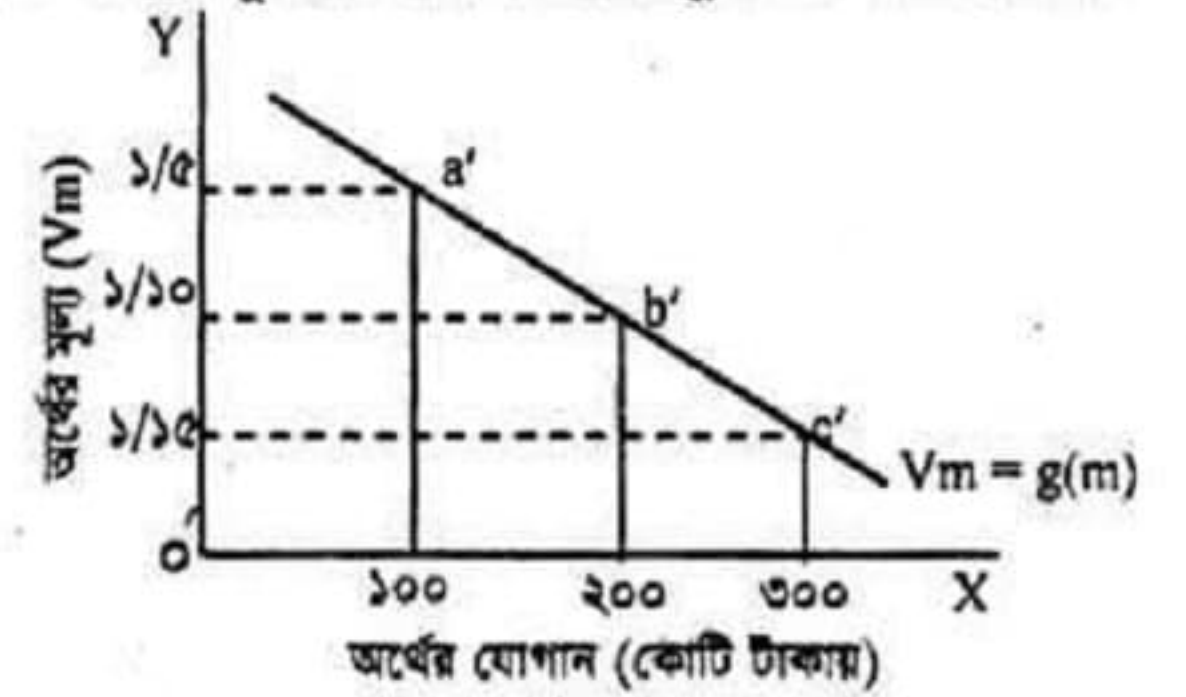


ক চিত্র

দামস্তর রেখা 45° ও উর্ধ্বমুখী হওয়ায় তা

অর্থের যোগান ও দামস্তরের মধ্যে সরাসরি ও সমানুপাতিক সম্পর্ক দেখায়। 'খ' চিত্রে $V_m = g(M)$ তথা অর্থের মূল্যরেখা নিম্নমুখী হওয়ায় তা অর্থের যোগান ও অর্থের মূল্যের মধ্যে বিপরীতমুখী সম্পর্ক দেখায়।

'ক' চিত্রে দেখা



খ চিত্র

যায়, অর্থের যোগান বৃদ্ধি পেয়ে ১০০ কোটি টাকা থেকে ২০০ কোটি টাকা ও ৩০০ কোটি টাকা হলে দামস্তরও বৃদ্ধি পেয়ে যথাক্রমে ৫ টাকা থেকে

১০ টাকা ও ১৫ টাকা হয়; কিন্তু এ অবস্থায় 'খ' চিত্রে অর্থের মূল্য যথাক্রমে $1/5$ থেকে কমে $1/10$ ও $1/15$ হয়। অর্থাৎ অর্থের যোগান বৃদ্ধি পেলে দামস্তর বৃদ্ধি পায়; কিন্তু অর্থের মূল্য হ্রাস পায়।

সুতরাং উদ্দীপকের প্রেক্ষিতে বলা যায়, অর্থের যোগান ১০০ কোটি থেকে হতে ২০০ কোটি টাকায় বৃদ্ধি পেলে অর্থের মূল্য কমে যাবে।

প্রশ্ন ১১ একটি দেশের মুদ্রা সম্পর্কিত তথ্য নিম্নরূপ। মোট বিহিত অর্থের পরিমাণ = ৩০০ কোটি, অর্থের প্রচলন গতি = ২০, ব্যাংক অর্থের পরিমাণ = ১০০ কোটি এবং ব্যাংক অর্থের প্রচলন গতি = ৫, মোট বাণিজ্যের পরিমাণ = ১৩০ একক।

সি. বো. ১৭৪ প্রশ্ন নং ১০/

- বাণিজ্যিক ব্যাংক কী? ১
- দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পেলে অর্থের মূল্যের ওপর কী প্রভাব পড়ে? ২
- উদ্দীপকের আলোকে দামস্তর নির্ণয় করো। ৩
- বিহিত মুদ্রা ও ব্যাংক স্ট্র মুদ্রার প্রচলন গতি যথাক্রমে ৫ ও ১০ বৃদ্ধি পেলে মুদ্রাস্ফীতির প্রভাব বিশ্লেষণ করো। ৪

১১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. যে ব্যাংক মুনাফা অর্জনের লক্ষ্যে মুদ্রা ও মুদ্রার মূল্য নিরূপণযোগ্য পণ্যদ্রব্যের লেনদেন করে তাকে বাণিজ্যিক ব্যাংক বলে।

খ. দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পেলে অর্থের মূল্যের ওপর ঋণাত্মক প্রভাব পড়ে অর্থাৎ অর্থের মূল্য কমতে থাকে।

যখন দ্রব্যমূল্য কমে তখন এক একক অর্থ দ্বারা আগের চেয়ে বেশি পরিমাণ দ্রব্য ক্রয় করা যায় বলে সেক্ষেত্রে অর্থের মূল্য বেড়ে। আবার দ্রব্যমূল্য বাড়লে এক একক অর্থ দ্বারা আগের চেয়ে কম পরিমাণ দ্রব্যসামগ্রী ক্রয় করা যায় বলে সেক্ষেত্রে অর্থের মূল্য কমে। তাই বলা যায়, দ্রব্যমূল্য ও অর্থের মূল্যের মধ্যে বিপরীত সম্পর্ক বিদ্যমান।

গ উদ্দীপকের প্রদত্ত তথ্যের আলোকে দামস্তর নির্ণয় করা হলো—

আমরা জানি, ফিশারের সম্প্রসারিত বিনিময় সমীকরণটি হলো:

$$MV + M'V' = PT \text{ বা } P = \frac{MV + M'V'}{T}$$

যেখানে M = মোট বিহিত অর্থের পরিমাণ, V = অর্থের প্রচলন গতি, M' = ব্যাংক অর্থের পরিমাণ, V' = ব্যাংক অর্থের প্রচলন গতি, T = লেনদেনের পরিমাণ এবং P = দামস্তর।

এখন, ফিশারের বিনিময় সমীকরণে অর্থবাজার সম্পর্কিত প্রদত্ত তথ্যসমূহের মান বসিয়ে পাই—

$$P = \frac{MV + M'V'}{T} = \frac{300 \times 20 + 100 \times 5}{130} \text{ [সমীকরণে মান বসিয়ে]} \\ = \frac{6000 + 500}{130} = 50$$

উদ্দীপকের আলোকে দামস্তর (P) = ৫০

ঘ বিহিত মুদ্রা ও ব্যাংক সৃষ্ট মুদ্রার প্রচলন গতি যথাক্রমে ৫ ও ১০ বৃদ্ধি পেলে দামস্তর বৃদ্ধি পাবে, দামস্তর বৃদ্ধি পেলে দেশে মুদ্রাস্ফীতি সৃষ্টি হবে বা অর্থের মূল্য কমে যাবে।

পূর্বে বিহিত মুদ্রার প্রচলন গতি (V) এর পরিমাণ ২০ এবং ব্যাংক সৃষ্ট মুদ্রার প্রচলন গতি (V') এর পরিমাণ ৫ হওয়ায় দামস্তর (P) নির্ধারিত হয়েছিল ৫০। এখন বিহিত মুদ্রার প্রচলন গতি (V) এর পরিমাণ ৫ বৃদ্ধি পেয়ে ২৫ এবং ব্যাংক সৃষ্ট মুদ্রার প্রচলন গতি (V') এর পরিমাণ ১০ বৃদ্ধি পেয়ে ১৫ হওয়ায় P এর নিম্নোক্ত মান পাওয়া যায়:

$$P = \frac{MV + M'V'}{T} \\ = \frac{300 \times 25 + 100 \times 15}{130} \text{ [সমীকরণে মান বসিয়ে]} \\ = \frac{9500 + 1500}{130} = 69.23$$

দামস্তর পূর্বের তুলনায় বৃদ্ধি পাওয়ায় মুদ্রাস্ফীতির সৃষ্টি হবে। মূল্যস্ফীতির প্রভাবে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো পরিলক্ষিত হবে:

মুদ্রাস্ফীতি হলে উৎপাদনকারী ও ব্যবসায়ীগণ লাভবান হয়। কারণ, দামস্তর বৃদ্ধির সাথে সাথে উৎপাদন খরচ বৃদ্ধি পায় না, ফলে উৎপাদনকারী ও ব্যবসায়ীরা বিপুল পরিমাণ মুনাফা অর্জন করতে পারে। তবে দামস্তর বৃদ্ধির ফলে ক্রেতা ও ভোক্তা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কারণ তারা পূর্বের তুলনায় সমপরিমাণ অর্থ দ্বারা কম পরিমাণ দ্রব্যসামগ্রী ক্রয় করতে পারে। এছাড়াও দামস্তর বৃদ্ধির ফলে রপ্তানির পরিমাণ কমে যায় এবং আমদানির পরিমাণ বেড়ে যায়। সর্বোপরি মুদ্রাস্ফীতির ফলে ধন বৈষম্য বৃদ্ধি পেয়ে ভোক্তাদের মধ্যে অসন্তোষ দেখা যায়, যা সামাজিক বিশৃঙ্খলা ডেকে আনতে পারে। সুতরাং, মুদ্রাস্ফীতির প্রভাব অর্থনীতির জন্য সুখকর নয়।

প্রশ্ন ১২

$PT = MV + M'V'$ যখন, P = দামস্তর
 T = ক্রয়-বিক্রয়ের পরিমাণ
 M = বিহিত মুদ্রার পরিমাণ
 V = বিহিত মুদ্রার প্রচলন গতি
 M' = ব্যাংক সৃষ্ট ঋণপত্রের পরিমাণ
 V' = ব্যাংক সৃষ্ট ঋণপত্রের প্রচলন গতি

উদ্দীপকের আলোকে নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:

বি. কো. ১৭৪ প্রশ্ন নং ১১/

- ক. অর্থের যোগান কাকে বলে? ১
- খ. অর্থের চাহিদাকে কেন অপরিবর্তিত ধরা হয়? ২
- গ. M ও M' এর সাথে P ও অর্থের মূল্যের (V_m) সম্পর্ক নিরূপণ করো। ৩
- ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত সমীকরণটি ব্যাখ্যা করো। ৪

১২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক জনগণের হাতের মুদ্রা, ব্যাংকে রক্ষিত চাহিদা আমানত এবং মেয়াদি আমানতের সমষ্টিকে অর্থের যোগান বলে।

খ অর্থের চাহিদা বলতে কোনো নির্দিষ্ট সময়ে অর্থের বিনিময়ে যে পরিমাণ দ্রব্যসামগ্রী ক্রয় করা যায় তাকে বোঝায়।

কোনো দেশে একটি নির্দিষ্ট সময়ে কী পরিমাণ অর্থের চাহিদা হবে তা মূলত ক্রয়-বিক্রয় এর পরিমাণ (T) ও তার দামস্তর (P) এর ওপর নির্ভর করে। তাই P কে T দিয়ে গুণ করলে একটি দেশের মোট অর্থের চাহিদা পাওয়া যায়। একটি নির্দিষ্ট সময়ে অর্থের চাহিদার কোনো পরিবর্তন হয় না। এজন্য অর্থের চাহিদাকে অপরিবর্তিত ধরা হয়।

গ অর্থনীতিবিদ ফিশার তার অর্থের বিনিময় সমীকরণে অর্থের যোগান ($MV + M'V'$) ও অর্থের চাহিদা (PT) সমান ধরে বলেন যে, স্বল্পকালে ক্রয়-বিক্রয়ের পরিমাণ (T), বিহিত মুদ্রার প্রচলন গতি (V) ও ব্যাংক-সৃষ্ট ঋণপত্রের প্রচলন গতি (V') এবং বিহিত মুদ্রা (M)-এর সাথে ব্যাংকসৃষ্ট ঋণপত্র (M') এর অনুপাত স্থির থাকে। সে ক্ষেত্রে M ও M' -এর পরিবর্তনের সাথে দামস্তর (P) ও একই দিকে সমানুপাতিকভাবে পরিবর্তিত হয়।

সুতরাং কোনো নির্দিষ্ট সময়ে M ও M' এর পরিমাণ দ্বিগুণ হলে P ও দ্বিগুণ হবে এবং মুদ্রার মূল্য (V_m) হবে অর্ধেক। পক্ষান্তরে M ও M' এর পরিমাণ অর্ধেক হলে P অর্ধেক এবং V_m দ্বিগুণ হবে।

উদাহরণ: ধরা যাক $M = 25$, $V = 4$, $M' = 25$, $V' = 4$ ও $T = 10$

$$\text{তাহলে } P = \frac{(25 \times 4) + (25 \times 4)}{10} = 20 \text{ এবং } V_m = \frac{1}{20} = 0.05 \text{ হয়।}$$

এখন যদি M ও M' বৃদ্ধি পেয়ে দ্বিগুণ হয় তাহলে

$$P = \frac{(50 \times 4) + (50 \times 4)}{10} = 40 \text{ এবং } V_m = \frac{1}{40} = 0.025 \text{ হয়।}$$

ঘ উদ্দীপকে বর্ণিত সমীকরণটি হলো অর্থনীতিবিদ আরভিং ফিশারের বিখ্যাত বিনিময় সমীকরণ। এ সমীকরণের মাধ্যমে ফিশার তার বিখ্যাত অর্থের পরিমাণ তত্ত্বটি ব্যক্ত করেন। তত্ত্বটি হলো—

অর্থের পরিমাণ তথা তার যোগানের পরিবর্তনের জন্যই দামস্তর ও অর্থের মূল্যের পরিবর্তন ঘটে। অর্থের পরিমাণ যে অনুপাতে বৃদ্ধি বা হ্রাস পায়, দামস্তরও সে অনুপাতে বৃদ্ধি বা হ্রাস পায় এবং অর্থের মূল্য সে অনুপাতে হ্রাস বা বৃদ্ধি পায়। সুতরাং দামস্তর ও অর্থের মূল্য প্রচলিত অর্থের যোগানের ওপর নির্ভর করে। এসব কারণে ফিশার তার সমীকরণের অর্থের যোগান ($MV + M'V'$) ও অর্থের চাহিদা (PT) সমান ধরে বলেন যে, স্বল্পকালে T , V ও V' এবং M -এর সাথে M' -এর অনুপাত স্থির থাকে; সেক্ষেত্রে M ও M' -এর পরিবর্তনের সাথে P ও একই দিকে সমানুপাতিকভাবে পরিবর্তিত হয়।

সুতরাং কোনো নির্দিষ্ট সময়ে M ও M' -এর পরিমাণ দ্বিগুণ হলে P ও দ্বিগুণ হবে এবং অর্থের মূল্য অর্ধেক হবে। পক্ষান্তরে M ও M' -এর পরিমাণ অর্ধেক হলে P অর্ধেক ও মুদ্রার মূল্য দ্বিগুণ হবে।

গাণিতিক উদাহরণ, ধরা যাক—

M	V	M'	V'	T	$P = \frac{MV + M'V'}{T}$	$V_m = \frac{1}{P}$
50	10	50	10	20	$P = \frac{500 + 500}{20} = 50$	$V_m = \frac{1}{50} = 0.02$
100	10	100	10	20	$P = \frac{1000 + 1000}{20} = 100$	$V_m = \frac{1}{100} = 0.01$
25	10	25	10	20	$P = \frac{250 + 250}{20} = 25$	$V_m = \frac{1}{25} = 0.04$

প্রদত্ত উদাহরণ থেকে বোঝা যায়, V , V' ও T স্থির অবস্থায় M ও M' বৃদ্ধি পেয়ে দ্বিগুণ হলে দামস্তরও বৃদ্ধি পেয়ে দ্বিগুণ হয়, তখন অর্থের মূল্য অর্ধেক হয়। আবার, M ও M' হ্রাস পেয়ে অর্ধেক হলে দামস্তরও হ্রাস পেয়ে অর্ধেক হয় তখন অর্থের মূল্য বৃদ্ধি পেয়ে দ্বিগুণ হয়। সুতরাং এ উদাহরণ ফিশারের সমীকরণের যথার্থতা প্রমাণ করে।

প্রশ্ন ১৩ একটি বাণিজ্যিক ব্যাংকে প্রাথমিক আমানতের পরিমাণ ২০,০০০ টাকা এবং প্রয়োজনীয় বৈধ রিজার্ভ ১০%। কেন্দ্রীয় ব্যাংক মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের জন্য সম্প্রতি রিজার্ভের হার বৃদ্ধি করে ২০% করেছে।

[স. বো. ১৬/১৭ নং ৯/]

- অনলাইন ব্যাংকিং বলতে কী বোঝায়? ১
- মুদ্রার যোগান বলতে কী শুধু চাহিদা আমানতকেই নির্দেশ করে? ব্যাখ্যা করো। ২
- উদ্দীপকে উল্লিখিত ব্যাংক কর্তৃক সৃষ্ট ঋণ আমানতের পরিমাণ নির্ণয় করো। ৩
- কেন্দ্রীয় ব্যাংক কর্তৃক রিজার্ভের হার বৃদ্ধির ফলে ঋণ আমানত সৃষ্টির ক্ষেত্রে কীরূপ প্রভাব পড়বে বলে তুমি মনে করো। ৪

১৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক অনলাইন ব্যাংকিং হলো কম্পিউটারভিত্তিক ইন্টারনেট সুবিধাপ্রাপ্ত ব্যাংকিং, যেখানে একজন গ্রাহক তার কম্পিউটারের মাধ্যমে ইন্টারনেটে যুক্ত হয়ে ব্যাংকের নির্দিষ্ট ও সুরক্ষিত ওয়েবসাইট এর দ্বারা তার ব্যাংক এ্যাকাউন্টে প্রবেশ করতে পারে।

খ মুদ্রার যোগান বলতে শুধু চাহিদা আমানতকেই নির্দেশ করে না। মুদ্রার যোগান ধারণাটি যখন সংকীর্ণ অর্থে ব্যবহৃত হয় তখন তা একটি দেশে কোনো নির্দিষ্ট সময়ে প্রচলিত কাগজী নোট ও ধাতব মুদ্রা এবং ব্যাংকে রক্ষিত চাহিদা আমানতের সমষ্টিকে বোঝায়। আর বৃহত্তর অর্থে মুদ্রার যোগান হলো একটি দেশে একটি নির্দিষ্ট সময়ে প্রচলিত কারেন্সি ও ব্যাংকে রক্ষিত চাহিদা আমানত এবং মেয়াদি আমানতের সমষ্টি। সুতরাং, মুদ্রার যোগান বলতে কেবল চাহিদা আমানতকে নির্দেশ করে না। চাহিদা আমানত মুদ্রার যোগানের একটি উপাদান মাত্র।

গ কোনো দেশের বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো মিলে প্রাথমিক আমানতের বহুগুণ আমানত তথা ঋণ সৃষ্টি করতে পারে। উদ্দীপকে উল্লিখিত ব্যাংক অন্যান্য ব্যাংকের সহযোগে তার ২০,০০০ টাকার প্রাথমিক আমানতের ওপর ভিত্তি করে বহুগুণ ঋণ সৃষ্টি করতে পারে। নিচের সূচিতে ঋণ সৃষ্টির এ হিসাব দেখানো হলো:

সূচি: n সংখ্যক বাণিজ্যিক ব্যাংকের ঋণ সৃষ্টি (টাকায়)

বাণিজ্যিক ব্যাংক	প্রাথমিক চাহিদা আমানত	রিজার্ভের পরিমাণ	সৃষ্ট আমানত
A	২০,০০০	২,০০০	১৮,০০০
B	১৮,০০০	১,৮০০	১৬,২০০
C	১৬,২০০	১,৬২০	১৪,৫৮০
:	:	:	:
n	০০০	০০০	০০০
মোট	২,০০,০০০	২০,০০০	১,৮০,০০০

উপরিউক্ত সূচি অনুযায়ী, প্রথম ব্যাংকের প্রাথমিক আমানত ২০,০০০ টাকা এবং বৈধ রিজার্ভ ১০% ধরে মোট আমানতের পরিমাণকে নিম্নোক্ত জ্যামিতিক সিরিজের মাধ্যমে প্রকাশ করা যায়:

$$\begin{aligned}
 & 20,000 + 18,000 + 16,200 + \dots + 000 \\
 & = 20,000 + 20,000 \left(\frac{9}{10}\right) + 20,000 \left(\frac{9}{10}\right)^2 + \dots + 20,000 \left(\frac{9}{10}\right)^{n-1} \\
 & = 20,000 \left\{ 1 + \left(\frac{9}{10}\right) + \left(\frac{9}{10}\right)^2 + \dots + \left(\frac{9}{10}\right)^{n-1} \right\} \\
 & = 20,000 \left[\frac{1}{1 - \frac{9}{10}} \right] = 20,000 \left[\frac{1}{\frac{1}{10}} \right] = 20,000 \times 10 \\
 & = 2,00,000 \text{ টাকা}
 \end{aligned}$$

অতএব, সৃষ্ট ঋণ আমানতের পরিমাণ হলো: ২,০০,০০০ টাকা; যার মধ্যে ঋণ ৯০% তথা ১,৮০,০০০ টাকা।

খ কোনো দেশের বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো মিলে প্রাথমিক আমানতের বহুগুণ ঋণ সৃষ্টি করতে পারে।

অন্যান্য অবস্থা অপরিবর্তিত থাকা অবস্থায় রিজার্ভের পরিমাণ বাড়িয়ে দিলে ব্যাংকগুলোর ঋণ দেওয়ার ক্ষমতা কমে যায়। তখন দেশে অর্থের যোগান কমে গেলে তা মুদ্রাস্ফীতি রোধে সহায়ক হয়। এমন ধারণার প্রেক্ষিতে কেন্দ্রীয় ব্যাংক বিধিবদ্ধ রিজার্ভ ১০% থেকে বাড়িয়ে ২০% করলে ঋণ সৃষ্টির ক্ষেত্রে তা প্রভাব ফেলবে। উদ্দীপক অনুযায়ী, প্রাথমিক আমানত ২০,০০০ টাকা এবং বিধিবদ্ধ রিজার্ভ ২০% ধরে ব্যাংকের ঋণ সৃষ্টির একটি হিসাব নিচের সূচিতে দেখানো হলো:

সূচি: n সংখ্যক বাণিজ্যিক ব্যাংক কর্তৃক ঋণ সৃষ্টি (টাকায়)

বাণিজ্যিক ব্যাংক	প্রাথমিক চাহিদা আমানত	রিজার্ভের পরিমাণ	সৃষ্ট আমানত
A	২০,০০০	৪,০০০	১৬,০০০
B	১৬,০০০	৩,২০০	১২,৮০০
C	১২,৮০০	২,৫৬০	১০,২৪০
:	:	:	:
n	০০০	০০০	০০০
মোট	১,০০,০০০	২০,০০০	৮০,০০০

উপরিউক্ত সূচি অনুযায়ী, প্রথম ব্যাংকের প্রাথমিক আমানত ২০,০০০ টাকা এবং বৈধ রিজার্ভ ২০% ধরে মোট আমানতের পরিমাণকে নিম্নোক্ত জ্যামিতিক সিরিজের মাধ্যমে প্রকাশ করা যায়:

$$\begin{aligned}
 & 20,000 + 16,000 + 12,800 + \dots + 000 \\
 & = 20,000 + 20,000 \left(\frac{8}{5}\right) + 20,000 \left(\frac{8}{5}\right)^2 + \dots + 20,000 \left(\frac{8}{5}\right)^{n-1} \\
 & = 20,000 \left\{ 1 + \frac{8}{5} + \left(\frac{8}{5}\right)^2 + \dots + \left(\frac{8}{5}\right)^{n-1} \right\} \\
 & = 20,000 \left[\frac{1}{1 - \frac{8}{5}} \right] = 20,000 \left[\frac{1}{-\frac{3}{5}} \right] = 20,000 \times 5 \\
 & = 1,00,000 \text{ টাকা।}
 \end{aligned}$$

সুতরাং বলা যায়, বিধিবদ্ধ রিজার্ভের হার ১০% থেকে ২০% করায় দেশে মোট ঋণের পরিমাণ কমেবে এবং তা মুদ্রাস্ফীতি রোধে সহায়ক হবে।

প্রশ্ন ১৪ ২০০৫ সালে বাংলাদেশে ১ কেজি আলুর দাম ছিল ১০ টাকা। বর্তমানে ১ কেজি আলুর মূল্য ২৫ টাকা। এরূপ সকল দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি পাওয়ায় বাংলাদেশ ব্যাংক হার বৃদ্ধি, খোলা বাজারে ঋণপত্র বিক্রি এবং নগদ জমার হার বাড়িয়ে দেয়। এছাড়া ঋণের রেশনিং ও বন্ধকী ঋণের নগদাংশ পরিবর্তন করে। একইভাবে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো এ পরিস্থিতিতে আমানতের ওপর বৈধ রিজার্ভ অনুপাত ১৮% হতে ২০% এ উন্নীত করে।

[স. বো. ২০১৬/১৭ নং ৯/]

- বিহিত মুদ্রা কী? ১
- লেনদেনজনিত চাহিদা মুদ্রার চাহিদাকে কীভাবে প্রভাবিত করে? বুঝিয়ে লেখ। ২
- উদ্দীপক হতে ঋণ নিয়ন্ত্রণের হাতিয়ারগুলো চিহ্নিত করো। ৩
- উদ্দীপকে উল্লিখিত বিষয়াবলি অর্থের মূল্যের ওপর কীভাবে প্রভাব ফেলে তা আলোচনা করো। ৪

১৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ব্যবসায়িক লেনদেনে জনগণ বিনিময়ের যে মাধ্যম ব্যবহার করতে আইনত বাধ্য থাকে তাকে বিহিত মুদ্রা বলে।

খ সাংসারিক জীবনের দৈনন্দিন কেনাকাটা, ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনা ও অন্যান্য আর্থিক লেনদেনের উদ্দেশ্যে একটি নির্দিষ্ট সময়ে দেশের জনসাধারণ ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানসমূহ যে পরিমাণ নগদ মুদ্রা হাতে ধরে

রাখতে চায় তাই হলো মুদ্রার লেনদেনজনিত চাহিদা। জনসংখ্যা বাড়লে অধিক দ্রব্য ও সেবা ক্রয়ের জন্য অধিক নগদ মুদ্রার প্রয়োজন পড়ে। আবার দেশের ভেতরে ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার ঘটলে লেনদেনের জন্য নগদ মুদ্রার চাহিদা বাড়ে। তাছাড়া মানুষের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন, সৌখিন দ্রব্য ও সেবাদের চাহিদা বৃদ্ধি ইত্যাদি কারণেও নগদ মুদ্রার চাহিদা বাড়ে। সুতরাং বলা যায়, লেনদেনজনিত চাহিদা মুদ্রার চাহিদাকে সরাসরি প্রভাবিত করে।

গ উদ্দীপকটি পাঠ করে জানা যায়, বাংলাদেশ ব্যাংক, ঋণ নিয়ন্ত্রণের জন্য পরিমাণগত ও গুণগত উভয় ধরনের হাতিয়ার ব্যবহার করে। বাণিজ্যিক ব্যাংক কর্তৃক সৃষ্ট ঋণ কোনো দেশের অর্থের যোগানের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। অর্থের যোগানের এ উপাদানটি বেশি হয়ে পড়লে তা মুদ্রাস্ফীতির মাত্রা বাড়ায়। তাই মুদ্রাস্ফীতির মাত্রা হ্রাসের উদ্দেশ্যে অর্থের যোগান কমানোর জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংক হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংক ঋণ নিয়ন্ত্রণ করে।

বাংলাদেশ ব্যাংক ঋণের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণের জন্য যে হাতিয়ারসমূহ ব্যবহার করে তার মধ্যে রয়েছে— ব্যাংক হার পরিবর্তন, খোলাবাজারে সরকারি ঋণপত্র ক্রয়-বিক্রয় এবং নগদ জমার হার পরিবর্তন। হাতিয়ারগুলোর কার্যকারিতা বৃদ্ধির জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক ঐগুলো একযোগে ব্যবহার করে। এগুলো ব্যবহারের মাধ্যমে দেশে ঋণের পরিমাণ নিয়ন্ত্রিত হলে অর্থের যোগানও নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয়।

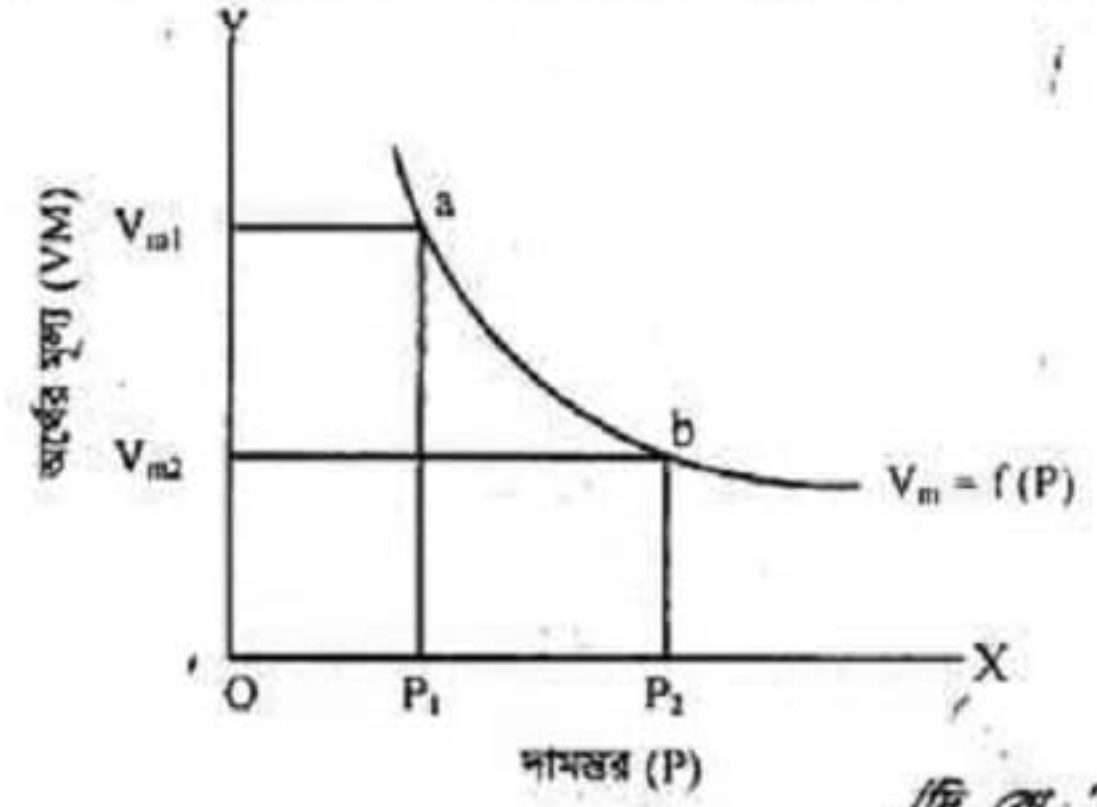
বাংলাদেশ ব্যাংক ঋণের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণের জন্য যেসব হাতিয়ার ব্যবহার করে তার মধ্যে রয়েছে ঋণের রেশনিং ও বন্ধকী ঋণের নগদাংশ পরিবর্তন। ঋণ নিয়ন্ত্রণের এসব হাতিয়ার ব্যবহার করে বাংলাদেশ ব্যাংক ঋণ নিয়ন্ত্রণ করলেও এক্ষেত্রে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর সহযোগিতা প্রয়োজন পড়ে। এক্ষেত্রে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো ঋণ নিয়ন্ত্রণে বাংলাদেশ ব্যাংককে সহযোগিতা করার জন্য তাদের আমানতের বৈধ রিজার্ভের অনুপাত অবস্থানুযায়ী পরিবর্তন সাধন করে।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত বিষয়াবলি অর্থের মূল্য বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। বাংলাদেশ ব্যাংক, ব্যাংক হার বাড়ালে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোকে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কাছে থেকে ঋণ নিতে অপেক্ষাকৃত অধিক হারে সুদ দিতে হয়। এজন্য ব্যাংকগুলোকে তাদের মজ্জলদেরকে প্রদেয় ঋণের ওপর সুদের হার বাড়তে হয়। সুদের হার বাড়ায় ঋণগ্রহীতার কম পরিমাণ ঋণ গ্রহণ করে। ফলে অর্থের যোগান কমে বলে দামস্তর কমে; এ অবস্থায় অর্থের মূল্য বাড়ে। তখন মুদ্রাস্ফীতির চাপ কমে। আবার, বাংলাদেশ ব্যাংক খোলাবাজারে সরকারি ঋণপত্র বিক্রয় করলে ঋণপত্রের ক্রেতার তাদের বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর ওপর চেক কেটে বাংলাদেশ ব্যাংককে ঋণপত্রের মূল্য পরিশোধের ব্যবস্থা করে। বাংলাদেশ ব্যাংক ঐ চেকের অর্থ তার কাছে গচ্ছিত বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর আমানত থেকে আদায় করে। এর ফলে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর নগদ অর্থের পরিমাণ কমে যাওয়ায় তারা কম পরিমাণ ঋণ দেয়ার ফলে অর্থের যোগান কমে। তখন দামস্তর কমলে অর্থের মূল্য বাড়ে। বাংলাদেশ ব্যাংক নগদ জমার হার বাড়ালে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোকে বেশি পরিমাণে নগদ অর্থ কেন্দ্রীয় ব্যাংকে জমা রাখতে হয়। তখন ব্যাংকগুলোর কাছে নগদ জমার পরিমাণ এবং ঋণদান ক্ষমতা কমে যায়। ফলে অর্থের যোগান কমে; তখন দামস্তর কমলে অর্থের মূল্য বাড়ে।

বাংলাদেশ ব্যাংক ঋণের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে ঋণের রেশনিং করে। এক্ষেত্রে ব্যাংক, ঋণ পাওয়ার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞাপ্রাপ্ত খাতের সংখ্যা বাড়ায়। ঋণগ্রহীতাদেরকে শ্রেণিভেদে ঋণের পরিমাণ কমায় এবং বিভিন্ন ধরনের লগ্নিপত্রের জামিনে ঋণদানের সর্বোচ্চ সীমা হ্রাস করে। আবার, ঋণের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক বন্ধকী ঋণের নগদাংশ বাড়িয়ে দেশে ঋণের প্রসার কমায়।

সুতরাং বলা যায়, উদ্দীপকে উল্লিখিত বিষয়াবলি দেশে ঋণের পরিমাণ কমিয়ে অর্থের যোগান হ্রাস করে। অর্থের যোগান হ্রাস পেলে দামস্তর হ্রাসের কারণে অর্থের মূল্য বাড়ে।

প্রশ্ন ১৫ নিচের চিত্রটি লক্ষ কর এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:



দি. কো. ১৬। প্রশ্ন নং ১।

- ক. অর্থ কী? ১
- খ. 'সুদের হার হ্রাস পেলে অর্থের ফটকা চাহিদা বৃদ্ধি পায়'— ব্যাখ্যা করো। ২
- গ. উদ্দীপকের চিত্রে অর্থের মূল্য ও দামস্তরের মধ্যে যে সম্পর্ক প্রকাশ করে তা ব্যাখ্যা করো। ৩
- ঘ. অর্থের মূল্য V_{m1} থেকে V_{m2} হলে বাজার ব্যবস্থায় কোনোরূপ প্রভাব পড়বে কি না, তোমার মতামত ব্যক্ত করো। ৪

১৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যা কিছু বিনিময়ের সাধারণ মাধ্যম, ঋণ গ্রহণ ও পরিশোধের উপায়, মূল্যের পরিমাপ ও সঞ্চয়ের বাহন হিসেবে সরকার কর্তৃক প্রবর্তিত ও সকলের নিকট সাধারণভাবে গ্রহণযোগ্য হয় তাকে অর্থ বলা হয়।

খ সুদের হার কম হলে অর্থের ফটকা চাহিদা বেশি হয়, কারণ তখন নগদ অর্থ ধার দিয়ে আয় অপেক্ষা ঋণপত্র থেকে প্রাপ্ত হার বেশি হয়। কিছু বাড়তি লাভের প্রত্যাশায় ঋণপত্রে টাকা খাটানোর কাজকে ফটকা কারবার বলে।

ফটকা কারবারের উদ্দেশ্যে ফটকা কারবারি যে পরিমাণ নগদ অর্থ হাতে রাখতে চায় তাই হলো মুদ্রার ফটকা চাহিদা। অর্থের ফটকা চাহিদা বাজার সুদের হারের ওপর নির্ভর করে। বাজারে সুদের হার বেশি হলে ফটকা অর্থের চাহিদা কম হয়; কারণ তখন ঋণপত্র থেকে প্রাপ্ত মুনাফা অপেক্ষা অর্থ ধার দিয়ে বেশি আয় হয়। সুতরাং বলা যায়, সুদের হার হ্রাস পেলে অর্থের ফটকা চাহিদা বৃদ্ধি পায়।

গ উদ্দীপকে প্রদত্ত চিত্রটিতে অর্থের মূল্য ও দামস্তরের মধ্যে যে সম্পর্ক প্রকাশ পেয়েছে তার মাধ্যমে আসলে অর্থনীতিবিদ ফিশারের অর্থের পরিমাণ তত্ত্বেরই প্রকাশ ঘটেছে।

ফিশারের অর্থের পরিমাণ তত্ত্বানুযায়ী, 'অন্যান্য অবস্থা অপরিবর্তিত থাকা অবস্থায়' অর্থের পরিমাণের সাথে দামস্তরের সম্পর্ক হয় সমমুখী ও সমানুপাতিক এবং অর্থের মূল্যের সাথে সম্পর্ক হয় বিপরীতমুখী। সুতরাং তত্ত্বানুসারে বলা যায়, দামস্তর ও অর্থের মূল্য পরস্পর বিপরীতভাবে সম্পর্কযুক্ত।

ধরা যাক, কোনো নির্দিষ্ট সময় অর্থের পরিমাণ দ্বিগুণ হলো। এ অবস্থায় দামস্তরও দ্বিগুণ এবং অর্থের মূল্য অর্ধেক হবে। আবার অর্থের পরিমাণ অর্ধেক হলে দামস্তর হবে অর্ধেক এবং অর্থের মূল্য দ্বিগুণ হবে। অর্থাৎ দামস্তর কমলে অর্থের মূল্য বাড়ে এবং দামস্তর বাড়লে অর্থের মূল্য কমে। প্রদত্ত চিত্রে অর্থের মূল্য ও দামস্তরের মধ্যে এমন সম্পর্কই প্রকাশ পায়। চিত্রে দেখা যায়, দামস্তর P_2 থেকে কমে P_1 হলে অর্থের মূল্য V_{m2} থেকে বেড়ে V_{m1} হয়। সুতরাং বলা যায়, উদ্দীপকের চিত্রে ফিশারের বিনিময় তত্ত্বেরই প্রকাশ ঘটেছে।

ঘ অর্থের মূল্য V_{m1} থেকে V_{m2} হলে বাজার ব্যবস্থায় দামস্তর বৃদ্ধির মাধ্যমে নতুন ভারসাম্য দাম ও পরিমাণ নির্ধারিত হবে।

বাজারব্যবস্থা বলতে এমন এক প্রক্রিয়াকে বোঝায় যেখানে চাহিদা ও যোগানের ঘাত-প্রতিঘাত দ্বারা ভারসাম্য দাম ও পরিমাণ নির্ধারিত হয়। আর নির্ধারিত দামে ক্রয়-বিক্রয় চলে। এ অবস্থায় বাজারে স্থিতিশীলতা বিরাজ করে। এমন পরিস্থিতিতে অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধির দরুন দামস্তর

বাড়লে অর্থের মূল্য কমবে। তখন চাহিদা কমলে চাহিদার তুলনায় যোগান বেশি হবে। ফলে বিক্রয়যোগ্য দ্রব্যের কিছু অংশ অবিক্রীত থেকে যাবে। এতে বিক্রেতাদের ক্ষতি হবে; কারণ দ্রব্য উৎপাদন করা হয় কিংবা যোগান দেয়া হয়, বিক্রি করে লাভ করার জন্য। এ অবস্থায় অবিক্রীত দ্রব্য বিক্রি ও পুরাতন ক্রেতাদের ধরে রাখার জন্য বিক্রেতাদের মধ্যে প্রতিযোগিতার দরুন দাম কমবে। এ অবস্থায় পুরাতন চাহিদা ও নতুন যোগানের সমতাম্বলে আবার নতুন ভারসাম্য দাম ও পরিমাণ নির্ধারিত হবে।

উপরে উল্লিখিত ধারণার প্রেক্ষিতে বলা যায়, প্রদত্ত চিত্রে অর্থের মূল্য V_{m1} থেকে কমে V_{m2} হলে, দামস্তর P_1 থেকে বেড়ে P_2 হবে। অর্থাৎ অর্থের মূল্য কমায় দামস্তর বাড়বে। তখন চাহিদা ও যোগানের মধ্যে পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার দ্বারা নতুন ভারসাম্য দাম ও পরিমাণ নির্ধারিত হবে।

সুতরাং বলা যায়, অর্থের মূল্য V_{m1} থেকে V_{m2} হলে বাজারব্যবস্থায় তার প্রভাব পড়বে। এ প্রভাব দাম বৃদ্ধির মাধ্যমে প্রকাশ পাবে।

প্রশ্ন ১৬ একটি দেশের অর্থবাজার সম্পর্কিত তথ্যসমূহ নিম্নরূপ—

মোট বিহিত অর্থের পরিমাণ (M) = ২০০

অর্থের প্রচলন গতি (V) = ১০

ব্যাংক অর্থের পরিমাণ (M') = ১০০

ব্যাংক অর্থের প্রচলন গতি (V') = ৫

লেনদেনের পরিমাণ (T) = ১০০

ক/বো. ১৬। প্রশ্ন নং ৯।

- মুদ্রা কী? ১
- ঋণ নিয়ন্ত্রণের জন্য ব্যাংক হার কীভাবে কাজ করে? ২
- উদ্দীপকের আলোকে দামস্তর (P) নির্ণয় করো। ৩
- ব্যাংক অর্থের পরিমাণ দ্বিগুণ করা হলে অর্থের মূল্যের ওপর কী প্রভাব পড়বে? ব্যাখ্যা করো। ৪

১৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যা কিছু বিনিময়ের সাধারণ মাধ্যম, ঋণ গ্রহণ ও পরিশোধের উপায়, মূল্যের পরিমাপক ও সঞ্চয়ের বাহন হিসেবে সরকার কর্তৃক প্রবর্তিত ও সকলের নিকট সাধারণভাবে গ্রহণযোগ্য হয় তাকেই মুদ্রা বলা হয়।

খ কেন্দ্রীয় ব্যাংক যখন দেশে ঋণের পরিমাণ কমাতে চায় তখন ব্যাংক হার বাড়ায়। এর ফলে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোকে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নিকট থেকে ঋণ নিতে অপেক্ষাকৃত অধিক হারে সুদ দিতে হয়। এজন্য তাদের প্রদেয় ঋণের ওপর সুদের হার বাড়তে হয়। সুদের হার বাড়লে ঋণ-গ্রহীতার কম পরিমাণ ঋণ গ্রহণ করে। ফলে দেশে ঋণের পরিমাণ কমে।

একইভাবে কেন্দ্রীয় ব্যাংক দেশে ঋণের পরিমাণ বাড়াতে চাইলে ব্যাংক হার কমায়। এর ফলে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোও তাদের সুদের হার কমায়। তখন ঋণ চাহিদা বাড়লে তার অধিক পরিমাণে ঋণ দিতে পারে। ঋণ নিয়ন্ত্রণের জন্য ব্যাংক হার এভাবে কাজ করে।

গ একটি দেশের অর্থবাজার সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় বিভিন্ন তথ্য দেয়া থাকলে অর্থনীতিবিদ প্রদত্ত অর্থের বিনিময় সমীকরণ থেকে দামস্তর (P) নির্ণয় করা সম্ভব।

আমরা জানি, ফিশারের সম্প্রসারিত বিনিময় সমীকরণটি নিম্নরূপ:

$$MV + M'V' = PT \text{ বা } P = \frac{MV + M'V'}{T}$$

যেখানে M = মোট বিহিত অর্থের পরিমাণ, V = অর্থের প্রচলিত গতি,

M' = ব্যাংক অর্থের পরিমাণ, V' = ব্যাংক অর্থের প্রচলিত গতি

T = লেনদেনের পরিমাণ এবং P = দামস্তর

এখন ফিশারের বিনিময় সমীকরণে অর্থবাজার সম্পর্কিত প্রদত্ত তথ্যসমূহের মান বসিয়ে পাই—

$$\begin{aligned} P &= \frac{MV + M'V'}{T} \\ &= \frac{200 \times 10 + 100 \times 5}{100} \quad [\text{সমীকরণে মান বসিয়ে}] \\ &= \frac{2000 + 500}{100} = \frac{2500}{100} = 25 \end{aligned}$$

∴ উদ্দীপকের আলোকে দামস্তর (P) = ২৫

ঘ অর্থের মূল্য বলতে তার ক্রমক্ষমতাকে বোঝায়। সে হিসেবে এক একক অর্থ একটি নির্দিষ্ট সময়ে যে পরিমাণ দ্রব্য ও সেবা ক্রয় করতে পারে তাই হলো তার মূল্য। অর্থের মূল্যের সাথে দামস্তরের বিপরীত সম্পর্ক রয়েছে। অন্যান্য অবস্থা অপরিবর্তিত থেকে অর্থের পরিমাণ বা যোগান যে হারে এবং যেদিকে পরিবর্তিত হয়, দামস্তর ও সেই হারে সেইদিকে পরিবর্তিত হয়; তাই মুদ্রার মূল্যও একই হারে কিন্তু বিপরীত দিকে পরিবর্তিত হয়। এমন ধারণার প্রেক্ষিতে অর্থের মূল্যের ওপর ব্যাংক অর্থের পরিমাণ দ্বিগুণ করার প্রভাব নিচে ব্যাখ্যা করা হলো:

পূর্বে ব্যাংক অর্থ (M') এর পরিমাণ ১০০ হওয়ায় দামস্তর (P) নির্ধারিত হয়েছিল ২৫। এখন ব্যাংক অর্থ (M') এর পরিমাণ দ্বিগুণ অর্থাৎ ২০০ হওয়ায় (P) এর নিম্নোক্ত মান পাওয়া যায়:

$$\begin{aligned} P &= \frac{MV + M'V'}{T} \\ &= \frac{200 \times 10 + 200 \times 5}{100} \quad [\text{সমীকরণে মান বসিয়ে}] \\ &= \frac{2000 + 1000}{100} = \frac{3000}{100} = 30 \end{aligned}$$

এক্ষেত্রে দামস্তর (P) ২৫ থেকে বেড়ে ৩০ হওয়ায় দামস্তর বৃদ্ধি পেয়েছে: $\frac{5}{25} \times 100 = 20\%$

দামস্তর ২০% বাড়ায় বলা যায় অর্থের মূল্য ২০% কমেছে। সুতরাং ব্যাংক অর্থের পরিমাণ বাড়ায় অর্থের মূল্য হ্রাস পেয়েছে।

প্রশ্ন ১৭ “ঠকাঠকির দিন শেষ। এখন বেতন পাই মোবাইল ফোনে বাপ-মারে গ্রামে টাকা পাঠাই মোবাইল ফোনে। পাইয়াও যায় যখন তখন কোনো অসুবিধা হয় না। দিন বদলাইছে।”

ক/বো. ২০। প্রশ্ন নং ৯।

- বাণিজ্যিক ব্যাংক কী? ১
- কেন্দ্রীয় ব্যাংক সকল ব্যাংকের ব্যাংক— ব্যাখ্যা করো। ২
- উদ্দীপকে উল্লিখিত বিষয়টি কোন ব্যাংকিং কার্যক্রমের প্রতি ইঙ্গিত করে? ব্যাখ্যা করো। ৩
- উল্লিখিত ব্যাংকিং কার্যক্রম অন্যান্য ব্যাংকিং কার্যক্রমের চেয়ে অনেক বেশি সুবিধাজনক— বিশ্লেষণ করে মন্তব্য লেখ। ৪

১৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে ব্যাংক মুনাফা অর্জনের লক্ষ্যে মুদ্রা ও মুদ্রার মূল্য নিরূপণযোগ্য পণ্যদ্রব্যের লেনদেন করে তাকে বাণিজ্যিক ব্যাংক বলে।

খ কেন্দ্রীয় ব্যাংক হলো দেশের অর্থবাজার এবং ব্যাংক ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণকারী একমাত্র ব্যাংক।

এ ব্যাংক নোট ও মুদ্রা ইস্যু করে সরকারের এবং অন্যান্য ব্যাংকের ব্যাংকার হিসেবে কাজ করে। অন্যান্য ব্যাংক তাদের নগদ সঞ্চয়ের একটি অংশ প্রচলিত রীতি অনুযায়ী কেন্দ্রীয় ব্যাংকে জমা রাখে। এর ফলে কেন্দ্রীয় ব্যাংক অন্যান্য ব্যাংকের ওপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করতে পারে এবং দুর্দিনে তাদেরকে ঋণ দিয়ে সাহায্য করে থাকে। কেন্দ্রীয় ব্যাংক বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের মধ্যে আন্তঃব্যাংকিং কাজ সম্পন্ন করে থাকে। অন্যান্য ব্যাংকসমূহকে পুনঃবাট্টা সুবিধা প্রদান করে থাকে। অন্যান্য ব্যাংকের হুন্ডি ভাঙিয়ে দেয়। এভাবে কেন্দ্রীয় ব্যাংক সকল ব্যাংকের ব্যাংকার হিসাবে কাজ করে।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত বিষয়টি মোবাইল ব্যাংকিং কার্যক্রমের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

মোবাইলের সাহায্যে যাবতীয় ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনার নামই মোবাইল ব্যাংকিং। মোবাইলের ব্যাংকিং এর মাধ্যমে যে সব ব্যাংকের সব স্থানে ঐ ব্যাংকের শাখা নেই সেসব স্থানে ব্যাংকিং সেবা প্রদান করা যায়। নগদ অর্থের লেনদেন বা স্থানান্তর যদিও ঝুঁকিপূর্ণ কাজ কিন্তু মানুষ খুব দ্রুততার সাথে অর্থ স্থানান্তর করতে চায়। সেক্ষেত্রে ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠানগুলো গ্রাহককে এ সুবিধা দেয়ার জন্য একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা স্থানান্তরে যখন কোনো মোবাইল ফোন ব্যবহার করে লেনদেন করা হয়। আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে ব্যাংকিং কার্যক্রমটি অতি সহজ ও দ্রুত করেছে এই মোবাইল ব্যাংকিং।

Short Message services (SMS) এর মাধ্যমে ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালিত হয় বলে এটাকে (SMS) ব্যাংকিংও বলা হয়। 'bKash' (বিকাশ) মোবাইল ব্যাংকিং এর উদাহরণ।

প্রতি মাসে নিয়মিত যাদের টাকা গ্রামের বাড়িতে পাঠাতে হয় এক্ষেত্রে মোবাইল ব্যাংকিং সবচেয়ে নিরাপদ ও দ্রুত এবং সহজ পদ্ধতি। বিশেষ করে এদেশের তৈরি পোশাক শিল্পে নিয়োজিত মহিলাদের জন্য এটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাংকিং পদ্ধতি। খুব দ্রুত ও নিরাপদ মুদ্রা স্থানান্তরে এই পদ্ধতি সবচেয়ে বেশি কার্যকরী।

৭ উল্লিখিত মোবাইল ব্যাংকিং কার্যক্রম অন্যান্য ব্যাংকিং কার্যক্রমের চেয়ে অনেক বেশি সুবিধাজনক। মোবাইল ব্যাংকিং এর সুবিধাগুলো হলো—

মোবাইল ব্যাংকিং একটি অত্যন্ত সহজ এবং আধুনিক পদ্ধতি। তাছাড়া এই ব্যাংকিং হলো শাখাবিহীন ব্যাংকিং। যে স্থানে কোনো ব্যাংকের শাখা নেই, কিন্তু এই ব্যাংকিং এর মাধ্যমে ঐ ব্যাংকের নির্ধারিত এজেন্টের মাধ্যমে একাউন্ট খোলা ও টাকা উত্তোলন করা যায় মোবাইল ব্যাংকিং এর কার্যক্রম ব্যবহার করে জনসাধারণের সহজেই হিসাবের স্থিতি যে কোনো স্থান থেকে যে কোনো সময়ে করতে পারে। এই ব্যাংকিং এ খরচ খুব কম হয়। ফলে সকলে এ ব্যাংকিং কার্যক্রমের সেবা গ্রহণ করতে পারে।

মোবাইল ব্যাংকিং কার্যক্রমটি অনলাইন ব্যাংকিং কার্যক্রমের চেয়েও বেশি সহজ। এ ধরনের ব্যাংকিং খুব নিরাপদ এবং জালিয়াতের সম্ভাবনা খুব কম থাকে। আবার, এই পদ্ধতিতে যখন কোনো লেনদেন হয় তখনও এর মাধ্যমে আমানতকারীকে জানানো হয়। মোবাইল ব্যাংকিং কে হাতের মুঠোয় ব্যাংকিং বলে অভিহিত করা হয়। এ ব্যাংকিং সেবার মাধ্যমে বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ, ট্রেন-বাসে যাতায়াতের জন্য টিকিট কাটা ইত্যাদি দ্রুততরভাবে করা সম্ভব। মোবাইল ব্যাংকিং এ মোবাইলের মাধ্যমে একাউন্টের সর্বশেষ স্থিতি, হিসাব স্থানান্তর, লেনদেন, ঋণ চাওয়া প্রভৃতি কাজ করা যায়।

প্রশ্ন ১৮ সাবা সদ্য একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠানে চাকরি পান, যা দেশের সকল আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে নিয়ন্ত্রণ ও সরকারের পরামর্শদাতা হিসেবে কাজ করে। সাবার বন্ধু নিশাও অন্য একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠানে চাকরি করেন যারা জনগণের অর্থ আমানত রাখে ও স্বল্পমেয়াদি ঋণ প্রদানের মাধ্যমে মুনাফা অর্জন করে।

(৮. বো. ১৬। প্রশ্ন নং ১/)

- ক. আরডিং ফিশারের সম্প্রসারণকৃত সমীকরণটি কী? ১
- খ. মোবাইল ব্যাংক কীভাবে ব্যাংকিং কার্যক্রমকে সহজ করেছে? ২
- গ. উদ্দীপকের আলোকে সাবার প্রতিষ্ঠানের প্রধান তিনটি কার্যাবলি ব্যাখ্যা করো। ৩
- ঘ. উদ্দীপকের আলোকে সাবা ও নিশার প্রতিষ্ঠানের মধ্যে কি কোন পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়? তোমার মতামত দাও। ৪

১৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক আরডিং ফিশারের সম্প্রসারণকৃত সমীকরণটি নিম্নরূপ :

$$P = \frac{MV + M'V'}{T}$$

খ মোবাইল ব্যাংকিং এ, ব্যাংকিং সেবার ক্ষেত্রে একজন গ্রাহক দেশের যেকোনো স্থান থেকে মোবাইল ফোনের সাহায্যে আর্থিক লেনদেন করতে পারে। দূরে ও কাছে কাউকে অর্থ প্রেরণ, ক্রীত দ্রব্য সামগ্রীর মূল্য পরিশোধ, গৃহীত ঋণ প্রত্যর্পণ ইত্যাদি এ ব্যাংকিং সেবার সাহায্যে সহজে ও দ্রুত করা যায়।

এ ব্যাংকিং সেবার ক্ষেত্রে গ্রাহককে ব্যক্তিগতভাবে ব্যাংকের কোনো শাখায় উপস্থিত হওয়ার প্রয়োজন নেই। বাড়ি, অফিস কিংবা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে বসেই মোবাইল ফোনের মাধ্যমে আর্থিক লেনদেন করা যায়। এসব ছাড়াও এ ব্যাংকিং সেবার মাধ্যমে বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ, ট্রেন, বাসে যাতায়াতের জন্য টিকিট কাটা ইত্যাদি দ্রুততর করা সম্ভব।

গ সাবা যে প্রতিষ্ঠানে চাকরি করেন তা কেন্দ্রীয় ব্যাংক বলে পরিচিত। উদ্দীপকের আলোকে এ প্রতিষ্ঠানের প্রধান তিনটি কার্যাবলি হলো— নোট ও ধাতব মুদ্রা প্রচলন, মুদ্রা বাজার নিয়ন্ত্রণ এবং সরকারের পরামর্শদাতা ও প্রতিনিধিত্ব করা।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রধান কাজ হলো, দেশের জনগণ ও ব্যবসায়-বাণিজ্যের প্রয়োজনানুযায়ী, নোট ও ধাতব মুদ্রা প্রচলন করা। এটি এ ব্যাংকের একচেটিয়া অধিকার। নোট প্রচলনের জন্য ব্যাংকটি প্রচলনকৃত নোটের মূল্যের বিপরীতে একটি নির্দিষ্ট শতাংশ স্বর্ণ, রৌপ্য বা বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভ রাখে। কেন্দ্রীয় ব্যাংক দেশের মুদ্রা বাজারে অভিভাবক। সেজন্য এ ব্যাংক দেশে একটি উন্নত মুদ্রা বাজার গড়া ও নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করে। এ উদ্দেশ্যে এ ব্যাংক বিভিন্ন ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কার্যাবলি তদারকি এবং তাদেরকে আর্থিক সহায়তা ও পরামর্শ প্রদান করে।

এ ব্যাংক সরকারকে বাজেট, মুদ্রা, বাণিজ্য ও রাজস্ব নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে সাহায্য করে। মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ ও অন্যান্য আর্থিক বিষয়ে পরামর্শ প্রদান করে। তাছাড়া এ ব্যাংক দেশে-বিদেশে সরকারের পক্ষে সকল আর্থিক লেনদেন, দেনা-পাওনা নিষ্পত্তি ও চুক্তি সম্পাদন করে। সরকারের ব্যাংকার হিসেবে কাজ করতে গিয়ে এ ব্যাংক সরকারের মালিকানাধীন সব সোনা, রূপা ও বৈদেশিক মুদ্রা সংরক্ষণ করে। তাছাড়া এ ব্যাংক বিভিন্ন উৎস থেকে প্রাপ্ত রাজস্ব ও আয় জমা রাখে এবং সরকারের নির্দেশনানুযায়ী তা বিভিন্ন খাতে ব্যয়ের জন্য প্রদান করে।

ঘ উদ্দীপকের আলোকে বলা যায়, সাবা যেখানে কেন্দ্রীয় ব্যাংকে চাকরি করেন সেখানে নিশা বাণিজ্যিক ব্যাংকে কর্মরত। উদ্দীপকের আলোকে সাবা ও নিশার প্রতিষ্ঠান দুটির মধ্যে নিম্নরূপ পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়:

সাবা যে ব্যাংকে চাকরি করেন তা কেন্দ্রীয় ব্যাংক হওয়ায় মুদ্রা বাজারের মুরব্বি হিসেবে কাজ করে। দেশের মুদ্রা বাজার সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য এ ব্যাংক এখানে কার্যরত সকল আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কার্যাবলি পর্যবেক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণ করে। প্রয়োজনে এ ব্যাংক মুদ্রা বাজারের সদস্যদের আর্থিক সহায়তা ও পরামর্শ প্রদান করে। অন্যদিকে, নিশা যে ব্যাংকে কর্মরত তা দেশের মুদ্রা বাজারের একজন সদস্য। মুদ্রা বাজারে কার্যরত বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠানের নিয়ন্ত্রণ ও তদারকির দায়িত্ব এ ব্যাংকের নেই।

সাবার ব্যাংকটি সরকারের ব্যাংক। এটি সরকারের কর-রাজস্ব ও আয় সংরক্ষণ করে। এটি সরকারের নির্দেশনানুযায়ী, এ কর-রাজস্ব ও আয় বিভিন্ন খাতে ব্যয়ের জন্য প্রদান করে। এ ব্যাংক সরকারকে বাজেট, মুদ্রা, বাণিজ্য ও রাজস্ব নীতি প্রণয়ন, মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ ও অন্যান্য আর্থিক বিষয়ে পরামর্শ প্রদান করে। তাছাড়া এ ব্যাংক দেশে ও বিদেশে সরকারের প্রতিনিধি হিসেবে সকল আর্থিক লেনদেন, দেনা-পাওনা নিষ্পত্তি ও চুক্তি সম্পাদন করে। কিন্তু নিশা যে ব্যাংকে চাকরি করেন তার এসব দায়-দায়িত্ব নেই। এ ব্যাংক সরকারকে আর্থিক বিষয়ে পরামর্শ দেয় না; অর্থসংক্রান্ত কোনো নীতি প্রণয়নে এ ব্যাংকের ভূমিকা নেই।

সাবার ব্যাংকটি দেশের বিভিন্ন ব্যাংকের মোট আমানতের একটি বিশেষ অংশ নিজের কাছে জমা রাখে; কিন্তু জনসাধারণ অর্থ আমানত রাখে না। কিন্তু নিশার ব্যাংকের প্রধান কাজই হলো জনসাধারণের জন্য বিভিন্ন ধরনের আমানত খোলা। সাবার ব্যাংকটি জনসাধারণকে কোনো ঋণ প্রদান করে না; অবশ্য সরকারের প্রয়োজন হলে বিনা সুদে স্বল্পমেয়াদি ঋণ প্রদান করে। কিন্তু নিশার ব্যাংকের দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ কাজই হলো জনসাধারণকে ঋণ দান করে।

সুতরাং বলা যায়, উদ্দীপকের আলোকে সাবার ও নিশার প্রতিষ্ঠানের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য রয়েছে।

প্রশ্ন ১৯ রহিম একজন ব্যাংকার। তার দুই বন্ধু কৃষি কাজ করে। একদিন তার দুই বন্ধু রহিমের কাছে কৃষি ঋণ গ্রহণ সম্পর্কে জানতে চাইলে, রহিম বলল সে এমন এক ব্যাংকে চাকরি করে যা সাধারণ জনগণকে ঋণ দেয় না। এই ব্যাংক নোট প্রচলন এবং সরকারের ব্যাংক হিসাবে অনেক দায়িত্বপূর্ণ কাজ করে যা অন্য ব্যাংক করে না। বিভিন্ন পন্থা অবলম্বনের মাধ্যমে ঋণও নিয়ন্ত্রণ করে।

(৮. বো. -২০১৬। প্রশ্ন নং ৯/)

- ক. মুদ্রার সংজ্ঞা দাও। ১
- খ. কেন্দ্রীয় ব্যাংকের খোলাবাজার নীতির কার্যক্রম লেখ। ২
- গ. রহিম যে ব্যাংকে চাকরি করে সেই ব্যাংকের দুইটি কাজের বিবরণ দাও যা অন্য ব্যাংক করে না। ৩
- ঘ. রহিমের ব্যাংক কীভাবে ঋণ নিয়ন্ত্রণ করে তা বিশ্লেষণ করো। ৪